NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৬ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.03.2026, Vol.19, Issue No. 269, 8 Pages, Price 3.00

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত

৩,৯১০ কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় সড়ক, সারা রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করছে

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় ৩৭,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি গ্রামীণ সড়ক প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে

গত ১১ বছরে রেল বাজেট তিনগুণ বেড়ে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে, ফলে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে

৯টি বন্দে ভারত ট্রেন আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করছে; অসমের গুয়াহাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হয়েছে

হুগলি নদীর নিচে ভারতের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো টানেল হাওড়া ও কলকাতাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেছে

১০১টি অমৃত ভারত স্টেশন যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই বদলে দিচ্ছে

রাজ্যের ব্রড-গেজ রেল নেটওয়ার্কের ১০০% বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে দ্রুততর, পরিচ্ছন্ন এবং আরও দক্ষ রেল পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে

২২০টিরও বেশি স্মার্ট সিটি প্রকল্প জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্প

"পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যতের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে।"

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 37101/13/0024/2526

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১১৩ নং এফিডেভিড বলে আমি Prasad Kr. Mondal S/o. Deb Kumar Mondal, R/o. Bhaturia, Barunanpara, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Ayantik Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. B-2019-19-02951-001173, dt. 07/11/2019, D.O.B. 14/10/2019) আমার সঠিক নাম Prasad Kr. Mondal-এর পরিবর্তে Prasad Kumar Mondal লিপিবদ্ধ আছে। আমি Prasad Kr. Mondal & Prasad Kumar Mondal S/o. Deb Kumar Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৪৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujit Kumar Datta S/o. Shyamaprosad Datta, Sujit Kumar Dutta S/o. Shyamaprosad Dutta, Sujit Kr. Dutta S/o. S. P. Dutta ও Sujit Kr. Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Ruksana Khatun ও Ruksana Begam W/o. Abullaha Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Muskan Khatun.

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১১ নং এফিডেবিট বলে আমি Sudipta Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prosun Kumar Banerjee ও P Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬১৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sonali Mukhopadhyay W/o. Sumanta Mukhopadhyay ও Sonali Mukherjee W/o. S. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

ত ১০/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shibu Bairagi (old name) S/o. Late Krishna Kanta Bairagi, R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shibu Bairagi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shiburanjan Bairagi (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shiburanjan Bairagi & Shibu Bairagi S/o. Late Krishna Kanta Bairagi, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sunanda Bairagi.

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৩২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajib Sadhu ও Rajib Kr Sadhu S/o. Debendranath Sadhu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I **Sushant Jain,** S/O late Kailash Chand Jain residing at Kharida Kharagpur PIN -721301 shall henceforth be known as Sushant Kumar Jain as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st class) Paschim Medinipur, vide affidavit no 3484 dt 06.03.26. Sushant Jain and Sushant Kumar Jain both are same, one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Fazar Ali Mondal,** S/O Late Dil Mohammad Mondal, residing at Saradapally, Manikdanga Road, P.O. – Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700111, W.B., do hereby declare that in my Aadhar Card, Voter Card & Pan Card my name has been recorded correctly as **"Fazar Ali Mondal"** but in my 2002 voter list my name has been wrongly recorded as **"Fakir Ali Mondal"** S/O-Dil Mohammad Mondal. **"Fazar Ali Mondal** "S/o Dil Mohammad Mondal and **"Fakir Ali Mondal"** S/o Dil Mohammad Mondal are the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 07.11.2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **কৃষ্ণপদ সরকার** পিতা তারক চন্দ্র সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর বিশ্বাসপাড়া, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা-৭০০১০৩, মহাশয় বিগত ইং ০২/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00462/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শুভেন্দু সরকার,** পিতা সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর বিশ্বাসপাড়া, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা-৭০০১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১২৪ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৫৯৫ তথা হাল এল.আর. ৬৬৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২৬ শতকের মধ্যে ০.৪৬৮২ অংশে ৫৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তন্মধ্যে ১)বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00637/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাবানা খাতুন** স্বামী শিল্টু মল্লিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়াকে ০৭ শতক সম্পত্তি ও ২)বিগত ইং ১১/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00662/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সেলিমা খাতুন** স্বামী সেখ জিয়াউল রহমান ও **২)সেখ আমিন** পিতা সেখ জিয়াউল রহমান, উভয়ের সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ০৮ শতক সম্পত্তি এবং ৩)বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00629/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **গোয়াড়া প্রগতি সংঘ ক্লাবের পক্ষে সভাপতি দুর্গাপদ গাইন** পিতা ৺স্বরূপ গাইন, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে ০৩ শতক সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১) সাবানা খাতুন** স্বামী শিল্টু মল্লিক, **২)সেলিমা খাতুন** স্বামী সেখ জিয়াউল রহমান, **৩)সেখ আমিন** পিতা সেখ জিয়াউল রহমান, **৪)গোয়াড়া প্রগতি সংঘ ক্লাবের পক্ষে সভাপতি দুর্গাপদ গাইন** পিতা ৺স্বরূপ গাইন, মহাশয়/মহাশয়া তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শুভেন্দু সরকার, আমমোক্তার**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রী শৈলেশ মাঝি, পিতা- শ্রী শিবচন্দ্র মাঝি, সাং-পশ্চিম ভাতজাংলা, পালপাড়া, পোঃ ভাতজাংলা থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া মহাশয় শ্রী বাদল সন্ন্যাসী ওরফে বাদল চন্দ্র সন্ন্যাসী ও শ্রী হরেন সন্ন্যাসী, ওরফে হরেন্দ্র নাথ সন্ন্যাসী, উভয়ের পিতা- মৃত হারান সন্ন্যাসী ওরফে হারান চন্দ্র সন্ন্যাসী, সাং-বারুইহুদা, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া মহাশয়শয়ের নিযুক্তিয় আমমোক্তার মহাশয় বিমল শর্মা, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ শর্মা, সাং ও পোঃ বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, মৌজা ১১৩ নং দোগাছী মৌজার L.R ২৪৬৯, ২৪৭০, ১০৫৫ নং খতিয়ানে L.R ২৭২ নং দাগে ৩.৩০ শতক জমি খরিদ করিয়া উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য কৃষ্ণনগর-১নং B.L. & L.R.O. অফিসে জমা করিবেন। ইহাতে কোন ব্যক্তির কোনরকম আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারি থেকে আগামী সাত দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১নং B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। **সন্দীপ রায়, এ্যাডভোকেট, জাজেস কোর্ট, নদীয়া।**

সর্বসাধারণের প্রতি নোটিশ

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
Act VIII Case No. 35/2024
Golap Khan ....Petitioner
-VS-
Khaleda Bibi ....Respondent

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত মুরাদপুর সাকিনে বসবাসকারী- **গোলাপ খান** পিতা-মৃত ফজলু খান এর স্ত্রী **খালেদা বিবি** তাহার তিন নাবালিকা কন্যাগণ **১) আসিয়া খাতুন ২) নাফিয়া খাতুন ও ৩) নাফিসা খাতুন**-কে লইয়া স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে তাহার পিতা আসগার আলি খানের বাড়ীতে বসবাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দরখাস্তকারী **গোলাপ খান** তাহার উক্ত তিন নাবালিকা কন্যাগণকে তাহার স্ত্রী-র হেফাজত হইতে নিজ হেফাজতে (Custody) পাইবার নিমিত্ত লিখিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ সাহেব বাহাদুরের আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। আগামী 16.04.26 তারিখে উপরোক্ত মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য আছে।
উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বা ধার্য্য দিনে আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আপনাদের অনুপস্থিতিতে মোকর্দ্দমা শুনানী হইবে।

তাং- 9/2/2026 আদেশানুসারে,
গৌতম বৈদ্য (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ০৯.০৩.১৯৮১ তারিখে এ ডি এস আর কাশীপুর, দমদমে রেজিষ্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা, যাহা অজিত কুমার গিরির নামে নিবন্ধিত আছে যেটির বুক নং I, বিয়িং নং ০২১৫৩ বর্ষ ১৯৮১ এবং এ ডি এস আর কাশীপুর, দমদমে রেজিষ্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা, যাহা শ্রীমতী সোনালী ভাস্কর-এর নামে নিবন্ধিত আছে যেটির বুক নং I, বিয়িং নং ১১৬৯২ বর্ষ ১৯৮১। জমিটির পরিমাপ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গ ফুট (বাস্তবিক পরিমাপ কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক)। জমিটি উত্তর দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত মৌজা : ফতুল্লাপুর, জে এল নং ৩, আর এস নং ১০২, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩ এবং ১৬৪ এর সঙ্গে সম্পর্কিত আর এস দাগ নং ১৮৩-এর অধীন আর এস খতিয়ান নং ৬৮১, থানা : নিমতায় অবস্থিত। উক্ত দলিলদুটি আমার মক্কেলদের হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে।
এই মর্মে আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা সেন, ঠিকানাঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পাইকপাড়া, কোলকাতা - ৭০০ ০৪৯ নিমতা থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করিয়াছেন। যাহার জি ডি ই নং ৫৯২, তারিখ ০৯.০৩.২০২৬।
যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজিয়া পান তাহা হইলে নীচের ঠিকানায় দয়া করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন বা জানান, অথবা কারও কোনও দাবি দাওয়া থাকিলে জানাইতে পারেন। তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড এসোসিয়েটস (এডভোকেটস)
ইউনিট নং ১১ই, দ্বাদশ তল, ওলিশা হাউস, ৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই মার্চ। ২৭শে ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার। নবমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাছ-মাংস নিয়ে রাজনীতি, বাঙালি মাছ ছাড়া থাকবে কী করে? প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার রাজনীতিতে বহুদিন ধরেই খাদ্যাভ্যাসকে ঘিরে তর্ক-বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপি যদি রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তবে নাকি মাছ-মাংসের বিক্রি বা খাওয়ার ওপর নানা বিধিনিষেধ চাপানো হতে পারে। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যে নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে শাসক দলের প্রচারকে নিষ্প্রভ করতে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের স্পষ্ট দাবি, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বাঙালি মাছ ছাড়া থাকবে কি করে! এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন যে বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে সম্মান করা উচিত। তাঁর কথায়, যে যেটা খাবে, সে সেটা খাবে। খাওয়া নিয়ে বাছবিচার করা যায় না। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দল মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, এই ধারণাকে তিনি সরাসরি খারিজ করেন।

আলোচনার সময় তিনি অতীতের উদাহরণ টেনে বলেন, বিজেপির অনেক নেতার মধ্যেই খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কোনও সংকীর্ণতা নেই। উদাহরণ হিসেবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অটলজি খুব মাছ খেতে ভালোবাসতেন। ইলিশ খেতেন, টকও খেতেন। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনও বাছবিচার ছিল না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের অভিযোগে যেখানে বিজেপিকে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী 'মাছে-ভাতে' সংস্কৃতির বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা হয়, সেখানে শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য সেই প্রচারের পাল্টা রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে সামনে এসেছে। ভোটের আগে খাদ্যসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে, তার মাঝেই বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ভোটের আগে পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রস্তুতি জোরদার করতে উদ্যোগ নিল নির্বাচন দপ্তর। বুধবার কলকাতার শিপিং কর্পোরেশন ভবনে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, যুগ্ম ও উপ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং পুলিশ বিষয়ক রাজ্য নোডাল আধিকারিকও ছিলেন। মূলত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডেপুটি কমিশনার, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এবং ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্বাচন পরিচালনার সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি জোরদার করা এবং ভোটের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়, এই বিষয়গুলিই প্রশিক্ষণের মূল আলোচ্য ছিল।

এক নির্বাচন আধিকারিকের কথায়, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচিতে নির্বাচনী বিধি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়, সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণ এবং ভোটের দিন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা মাঠপর্যায়ের প্রশাসনকে আরও সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে।

ভোটের আগে মুখপাত্র বাহিনী বাড়াল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। যে কোনও সময় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে প্রচারযুদ্ধকে আরও সংগঠিত করতে বড়সড় রদবদলের পথে হাঁটল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় মহলের খবর, জনমত গঠনে আরও তৎপর হতে মিডিয়া সেলকে নতুন কাঠামোয় সাজানো হচ্ছে। রাজ্যস্তরে প্রায় ৪০ জন মুখপাত্রের পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় অন্তত দু'জন করে মুখপাত্র নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রের বক্তব্য, নির্বাচনের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং বিরোধীদের রাজনৈতিক আক্রমণের মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, মানুষের সামনে দলের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মুখপাত্র প্রয়োজন। তাই রাজ্য এবং জেলাস্তর; দুই জায়গাতেই শক্তিশালী দল গড়ে তোলা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এখন থেকে নতুনভাবে কাজ শুরু করবে এই পুনর্গঠিত মিডিয়া সেল। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সূচি মেনে দলের মুখপাত্ররা তৃণমূল ভবনে উপস্থিত থাকবেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে দলের অবস্থান তুলে ধরবেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। তৃণমূল নেতৃত্বের লক্ষ্য, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত দ্রুত রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তাই এবার বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে জেলাস্তরে। স্থানীয় সমস্যা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানাতে সেখানে দুই থেকে চারজন করে মুখপাত্র রাখা হচ্ছে। দলের প্রবীণ নেতৃত্বের পাশাপাশি ছাত্র ও যুব সংগঠনের একাধিক মুখকেও এই দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকা বিতর্কে কমিশনকে তোপ

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর আন্দোলন চালানোর বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ফের সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁর কথায়, বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং লক্ষাধিক ভোটারকে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এর তালিকায় রাখার বিষয়টি নিয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট হয়নি।

তাঁর আরও দাবি, বঙ্গ সফর নিয়ে যত প্রচার হয়েছিল, বাস্তবে তার কোনও ফল দেখা গেল না। প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়ার বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সমাধান বা রূপরেখা তিনি দিতে পারেননি। এদিন একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলির বিরুদ্ধে আপিল শুনতে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিদের নিয়ে বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে একটি সম্পূরক তালিকা যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। কমিশনের পোর্টালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে যে প্রযুক্তিগত সমস্যার অভিযোগ উঠেছিল, তা দ্রুত মেটানোর নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, এটি বাংলার মানুষের নৈতিক জয়ের মুহূর্ত। তবে লড়াই এখানেই শেষ নয়। তাঁর বক্তব্য, আগামী কয়েক সপ্তাহ রাস্তায়, আদালতে ও সংসদে এই ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে দল।

বিবেকানন্দ শিক্ষা তীর্থের বসন্ত উৎসব পালন। রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও গো এবার যাওয়ার আগে- এই গানের সঙ্গে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল হাওড়া শরৎ সদনের মুক্তমঞ্চ। হাওড়া কদমতলার সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ শিক্ষতীর্থ আয়োজিত বসন্ত উৎসবে, সহযোগিতায় আরও এগারেটি সংস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় উপস্থিত হয়ে উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ফোন দুনিয়ায় বাজার মাতাতে এল আইকিউওও জেড১১ এক্স

কলকাতা: স্মার্টফোনে কাজ, শিক্ষা, যোগাযোগ থেকে শুরু করে বিনোদন, সব ক্ষেত্রেই স্মার্টফোন মানুষের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে। প্রযুক্তিনির্ভর ও উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্টফোন তৈরি করে এর মধ্যেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে আইকিউওও সংস্থা। আইকিউওও এবার নিয়ে এল ফোনের নতুন মডেল।

আগামী ১২ মার্চ লঞ্চ করতে চলেছে তাদের নতুন স্মার্টফোন 'জেড১১ এক্স'। এই স্মার্টফোনের অন্যতম আকর্ষণ হল এর ৭২০০ এমএএইচ ব্যাটারি। দ্রুত কাজের জন্য এতে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৪০০ টার্বো প্রসেসর। ফোনটাতে ধুলো ও জল প্রতিরোধ ক্ষমতার পাশাপাশি সামরিক-গ্রেড সুরক্ষাও রয়েছে, ফলে কঠিন পরিস্থিতিতেও ডিভাইসটি টেকসই থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফটোগ্রাফির জন্য এতে দেওয়া হয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের সোনি এআই ক্যামেরা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ফোনটির সামনে ও পিছনের উভয় ক্যামেরাতেই ৪কে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধা রয়েছে।

শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় কুন্তল-মণীশকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কুন্তল ঘোষকে তলব করল কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। জানা যাচ্ছে, এসএসসি-র নবম দশম, একাদশ দ্বাদশের শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষকে তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে ডাকা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব মণীশ জৈনকে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ১৬-১৯ মার্চের মধ্যেই তাঁদের দিতে হবে হাজিরা। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগেই এই মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে নেমে কুন্তল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। এই মামলাতেই এরপর ইডির হাতেও গ্রেপ্তার হতে হয় প্রাক্তন এই যুবনেতাকে। যদিও বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বেশ কিছু নতুন তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এসেছে। সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতেই কুন্তল ঘোষকে ইডির নোটিস বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই মামলাতেই মণীশ জৈনকেও ইডির আধিকারিকরা জেরা করবেন বলে খবর। বলে রাখা প্রয়োজন, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেই মণীশকে বেশ কয়েকবার তলব করে সিবিআই। সেই মতো তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখিও হয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষাসচিব।

অন্যদিকে মানিক ভট্টাচার্য, রত্না বাগচি এবং বিভাস অধিকারীকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। সিবিআই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট হয়েছে আগেই। সেই মামলায় তিনজনকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এদিন এই সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় হাজিরা দেননি। অসুস্থতার কারণেই তিনি এদিন আদালতে হাজিরা দিতে পারেননি বলে খবর। আর তা আদালতকেও আইনজীবী মারফত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন বলে খবর। যদিও এদিন আদালতে ছিলেন পার্থের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। আগামী ১৫ জুন ইডি এবং সিবিআই মামলার একসঙ্গে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ কংগ্রেসের শেহজাদা দেশের অগ্রগতি দেখতে পান না: মোদী

'ভারত যে কোনও পিচেই রান করতে পারে', কটাক্ষ গম্ভীরেব ৭

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৬ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.03.2026, Vol.19, Issue No. 269, 8 Pages, Price 3.00

আইনি জয়ে হারবে জীবন, দেশে প্রথম নিষ্কৃতিমৃত্যুতে সায়

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: এমন ঘটনা দেশে এই প্রথমবার। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট সায় দিল গাজিয়াবাদের হরিশ রানার নিষ্কৃতিমৃত্যুতে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার এমনই রায় দেয়। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পরই এবার খুলে দেওয়া হবে জীবনদায়ী ব্যবস্থা। যা এতদিন ধরে কৃত্রিম ভাবে বন্দি করে রেখেছিল হরিশের প্রাণকে।

প্রসঙ্গত, চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিলেন হরিশ। পেয়িং গেস্ট হিসাবে একটি বাড়ির পাঁচতলায় থাকতেন তিনি। ২০১৩ সালের ২০ অগস্ট, পাঁচতলা থেকে পড়ে গেলে গুরুতর আঘাত পান মাথায়। প্রাণ বাঁচলেও অক্ষম হয়ে পড়ে শরীর। গোটা শরীরেই সাড় থাকে না তাঁর। দুর্ঘটনার পর স্নায়ুর অসুখে ভোগান্তি। তারপর ১০০ শতাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এরপর শুরু এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতাল। চিকিৎসকদের চেষ্টায় প্রাণে বেঁচে গেলেও শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গই বিকল হয়ে যায়। ছেলের অসহায়তা, আর দেখতে পারছিলেন না বৃদ্ধ দম্পত্তি। ২০২৪ সালে দিল্লি হাইকোর্টের কাছে দ্বারস্থ হন হরিশের ৬২ বছরের বাবা অশোক রানা এবং মা নির্মলা দেবী। তাঁদের আবেদন ছিল, মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে ছেলেকে প্যাসি ইউথানেশিয়া দেওয়া হোক। কিন্তু তাঁদের এই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। এদিকে হরিশের চিকিৎসা ও আইনি লড়াই চালানে নিজেদের সর্বস্ব বিক্রিও করে দিয়েছেন ওই দম্পত্তি। অবশেষে বুধবার মিলল নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমোদন।

হরিশের নিষ্কৃতিমৃত্যুর রায় দিতে গিয়ে বিচারপতির বেঞ্চকে দেখা যায় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট'-এর একটি লাইনও উল্লেখ করতে-'টু বি অর নট টু বি'। আদালত জানায়, ভারতে প্রত্যক্ষ মৃত্যু বা অ্যাকটিভ ইউথানেশিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। তবে হরিশের ক্ষেত্রে সেই মৃত্যু প্রযোজ্য হচ্ছে না। তাই তাঁর পরোক্ষ মৃত্যু বা প্যাসিভ ইউথানেশিয়ায় সায় দিচ্ছে শীর্ষ আদালত।

এই নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতির প্রসঙ্গে দু'টি কারণও তুলে ধরেছে বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ। এক হরিশের চিকিৎসাব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি এবং দুই রোগীর পক্ষে কোনটা ভালো তা বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শেষ শুনানি পর্বে হরিশের জন্য। আরও একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে আদালত। সেই বোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতেও এই রায়। গত ১৩ বছর ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হরীশ। কিন্তু এত চিকিৎসার পরেও শারীরিক ভাবে তাঁর কোনও উন্নতি হয়নি।

শুধু তাই নয়, এদিন বিচারপতিরা হরিশের বাবা-মায়ের প্রশংসা করে বলেন, 'দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে তাঁরা পুত্রের পাশ থেকে সরেননি। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি-দুই মেডিক্যাল বোর্ডই জানিয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে কৃত্রিম খাবার ও সকল চিকিৎসাব্যবস্থা বন্ধ করাই এখন হরিশের জন্য মঙ্গলের।' আদালত নির্দেশ দিয়েছে, দিল্লির এইমসে হরিশকে ভর্তি করতে হবে। সেখানে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে তাঁর জীবনদায়ী ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ

- নিষ্কৃতিমৃত্যু নিয়ে আইন আনার ব্যবস্থা করা উচিত কেন্দ্রের।
- হরিশকে দিল্লির এইমসে ভর্তি করানো হবে।
- চিকিৎসক বোর্ড যদি মনে করে রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলেই চিকিৎসা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।
- মর্যাদার সঙ্গে জীবনদায়ী ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- হরিশের চিকিৎসাব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রোগীর জন্য কোনটা ঠিক তা বিবেচনা করতে হবে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা ধ্বনিভোটে খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: দিনভর বিতর্ক শেষে স্পিকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা খারিজ হয়ে গেল ধ্বনিভোটে। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনাস্থা বিতর্কে ফের একবার নিশানা করলেন 'বিরোধী শিবিরের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ'কে। শাসক শিবিরের অন্য বক্তাদের মতোই শাহের আক্রমণেরও মূল লক্ষ্য ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বুধবার স্পিকার বিড়লার 'পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের' উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'যখনই আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলতে যাই, আমাদের থামিয়ে দেওয়া হয়।' রাহুলকে নিশানা করে শাহের দাবি, 'রাহুল অভিযোগ করেন, তাঁকে নাকি বলতে দেওয়া হয় না। আসলে তিনি বলতেই চান না।' এর পরেই বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে পরিসংখ্যান পেশ করে শাহ বলেন, 'সপ্তদশ লোকসভায় রাহুল গান্ধির উপস্থিতি ছিল ৫১ শতাংশ। সেখানে সাংসদদের গড় উপস্থিতির হার ৬৬ শতাংশ, ষোড়শ লোকসভায় তাঁর (রাহুল) উপস্থিতি ছিল ৫২ শতাংশ। সাংসদদের গড়ে ৮০ শতাংশ হাজিরা ছিল ওই লোকসভায়।'

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিরোধীদের তরফে অনাস্থা নোটিস জমা দেওয়ার পরেই বিড়লা সভা রীতি মেনে সভা পরিচালনা থেকে বিরত ছিলেন। বুধবার অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। বিরোধীরা ভোটাভুটির দাবি তুললেও তিনি তা খারিজ করে ধ্বনিভোট গ্রহণের নির্দেশ দেন। যা নিয়ে সাময়িক ভাবে উত্তেজনা ছড়ায় লোকসভায়। বুধবার বিতর্ক-পর্বে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, 'সংসদে প্রায় কোনও গণতন্ত্র অবশিষ্ট নেই। কারণ, বিরোধীদলের সদস্যদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। আমাদের যদি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়, তা হলে জনগণের জন্য কী ভাবে লড়াই করব!' সেই সঙ্গে সরকারপক্ষের উদ্দেশে যাদবপুরের সাংসদের মন্তব্য, 'পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলবেন না সংসদকে।'

তৃণমূল সাংসদ সায়নী তাঁর বক্তৃতায় নাম করে রাহুল এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদবের বক্তৃতায় বাধাদানের অভিযোগ তুলেছেন সরকারপক্ষ এবং স্পিকার বিড়লার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ''রেলওয়ে বাজেট বন্ধ করা হয়েছে, বিলগুলি মধ্যরাতে পেশ করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব কোনও বই উদ্ধৃত করতে পারছেন না। কিন্তু তাদের 'প্রিয় ছেলেটিকে' সেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।" তাঁর ওই বক্তব্যের জবাবে শাহ বলেন, 'সংসদ পরিচালিত হয় সংসদীয় বিধি মেনে। কোনও রাজনৈতিক দলের দ্বারা নয়।'

গ্যাস বুকিংয়ের আড়াই দিনের মধ্যে সিলিন্ডার

অযথা আতঙ্কের কারণ নেই: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: দেশে জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। এমনটাই দাবি করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের পেট্রলিয়াম মন্ত্রক বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছে, গ্যাস বুক করার দুই থেকে আড়াই দিনের মধ্যেই সিলিন্ডার পাওয়া যাবে। ফলে অযথা 'প্যানিক' করার কারণ নেই। ভয় পেয়ে বাড়তি গ্যাস সিলিন্ডার বুক করে রাখারও প্রয়োজন নেই।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে দেশে জ্বালানি নিয়ে যে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে ভয় পেয়ে অনেকে আগেভাগে গ্যাস বুক করে রাখছেন। এই 'প্যানিক বুকিং' মূলত ভুল তথ্যের কারণে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তবে গ্যাসের অপচয় বন্ধ করার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'সম্ভব হলে গ্যাস সংরক্ষণ করুন।'

পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করেন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা। তিনি জানিয়েছেন, সংকট আঁচ করে বাড়তি গ্যাস যাতে কেউ বুক করে না-রাখেন, তা নিশ্চিত করতে দু'টি গ্যাস বুকিংয়ের মধ্যেকার ন্যূনতম ব্যবধান ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। খনিজ তেলের সরবরাহও নিয়ন্ত্রণে। ভারতে ঘরোয়া এলপিজি উৎপাদন ২৫ শতাংশ বেড়েছে। ঘরোয়া নয়, এমন এলপিজি (নন-ডোমেস্টিক)-এর ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

খনিজ তেল, স্বাভাবিক গ্যাসের জোগানের উপর পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির কী প্রভাব পড়েছে, দেশের জোগান কতটা, তার হিসাব দিয়েছে কেন্দ্র। সুজাতা বলেছেন, 'খনিজ তেলের জোগান আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দেশে তেলের দৈনন্দিন খরচ প্রায় ৫৫ লক্ষ ব্যারেল। অন্তত ৪০টি দেশ থেকে খনিজ তেল আমদানি করি আমরা। হরমুজ প্রণালী দিয়ে যে তেল আসে, তা ব্যাহত হয়েছে। তবে ৭০ শতাংশ জোগানই আসছে অন্য রাস্তা দিয়ে। আর কিছু দিনের মধ্যে তেলবোঝাই আরও দু'টি জাহাজ আসছে। ফলে জোগান বাড়বে।'

স্বাভাবিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও দেশীয় উৎপাদন ও আমদানির সম্মিলিত ব্যবস্থার কথা তুলে ধরে কেন্দ্র জানিয়েছে, কিছু জোগান ব্যাহত হলেও তা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে দেশে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সরকারি বক্তব্যে আরও বলা হয়েছে, হাসপাতাল বা জরুরি পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

জরুরি বৈঠকে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রান্নার গ্যাস এবং বাণিজ্যিক গ্যাস (এলপিজি)-এর জোগান নিয়ে উদ্বিগ্ন গ্রাহকেরা। তাঁদের বড় অংশের অভিযোগ, ফোনের মাধ্যমে গ্যাস বুকিং করতে পারছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে সিলিন্ডার বুকিং করতে না পেরে রাজ্যের নানা প্রান্তে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলিতে ভিড় বাড়ছে। যে সমস্ত গ্রাহকের ই-কেওয়াইসি করা নেই, তাঁরাও গ্যাস পেতে সেন্টারগুলোর সামনে ভিড় বাড়াচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এলপিজি সরবরাহ ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হল রাজ্য সরকার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন রাজ্য সরকার একটা এসওপি তৈরি করবে। সাপ্লাই চেইন যাতে বন্ধ করা না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

আলিপুরে তেল ও গ্যাস সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে শুরু করে হাসপাতাল, আইসিডিএস কেন্দ্র, মিড-ডে মিল, হোস্টেল ও ছোট রেস্তরাঁ, কোনও ক্ষেত্রেই যাতে গ্যাস সরবরাহে সমস্যা না হয়, সে জন্যই জরুরি ভিত্তিতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত পরশুদিন থেকে পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বুধবারই প্রথম এই বৈঠক করা হয়।

বৈঠকে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত গ্যাস-সহ বিভিন্ন গ্যাস ও সিএনজি সংস্থার প্রতিনিধিদের ডেকে পরিস্থিতির স্টক টেকিং করা হয়েছে।

গ্যাস রাজ্য সরকারের হাতে নেই, মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি দু'টি গ্যাস বুকিংয়ের মধ্যে অন্তত ২৫ দিনের ব্যবধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ঘোষণাতেই মানুষ আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন ওরা বলে দিল, ২৫ দিন না হলে মানুষ গ্যাস পাবে না? পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের কাছে আমাদের দাবি, এসআইআর-এর নাম কাটার দিকে না তাকিয়ে, মানুষের অধিকার না কেড়ে গ্যাসের সমস্যা মেটান।'

আজ নয়া রাজ্যপালের শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সকাল সাড়ে ১১টায় লোকভবন-এ শপথ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। নবান্নের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। লোকভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। রাজ্যপালের এই শপথ অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। নতুন রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফার পরে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়

আরএন রবিকে। এত দিন তিনি ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যাতেই তিনি দিল্লি হয়ে কলকাতায় পৌঁছন। সস্ত্রীক কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন নতুন রাজ্যপাল। তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি এবং রাজ্যের তরফে মন্ত্রী সুজিত বসু।

এদিকে ভোটের আবহে এবং এসআইআর সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকার প্রেক্ষিতে নতুন রাজ্যপালের আগমনকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্যও তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাতের আবহে এই নিয়োগকে ঘিরে নতুন করে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনও সামনে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই নিয়োগ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নতুন রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপির ঘনিষ্ঠ।

বিদায়লগ্নে বঙ্গবাসীকে খোলা চিঠি বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এবার পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি মুক্তচিঠি লিখলেন বাংলার সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়ে খোলা চিঠি লিখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ আমার দ্বিতীয় ঘর। এর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকব ও থাকতেই চাই।' বাংলা উচ্চতার শিখরে পৌঁছক, চিঠিতে এই কামনা করেছেন তিনি। 'দ্বিতীয় বাড়ি' বঙ্গবাসীর মঙ্গলকামনা করেছেন দেবী দুর্গার কাছে। তিনি লেখেন, 'মা দুর্গা আমার প্রিয় মানুষের সকলকে রক্ষা করুন।'

চিঠির শুরুতে বঙ্গবাসীকে ভাই ও বোন বলে সম্বোধন করেছেন সিভি আনন্দ বোস। পশ্চিমবঙ্গবাসীর থেকে সমর্থন, অফুরান ভালোবাসা পেয়েছেন তা স্মরণ করে লেখেন, 'আপনারা যে সমর্থন, স্নেহ ও সম্মান আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।' বাংলা নিয়ে মহাত্মা গান্ধির করা উক্তি কথাও লিখেছেন বিদায়ী রাজ্যপাল। তিনি লেখেন, ''অনেক দশক আগে মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, 'আমি বাংলা ছেড়ে যেতে পারছি না, আর বাংলা আমাকে ছেড়ে যেতে দেবে না।' আজ আমি সেই একই অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছি।"

রাজ্যপাল থাকাকালীন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তিনি। রাজ্যপাল লেখেন, 'বন্ধুগণ, গত তিন বছরে আমি এই রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছি। আমি গ্রামবাসীদের খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে আহার করেছি। তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি।'

চিঠিতে বোস আরও লিখেছেন, বাংলার মাটিতে কালে কালে বহু মনীষী জন্মেছেন। যাঁরা সমগ্র দেশকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস বাংলা আগামী দিনে আরও উচ্চতায় পৌঁছবে। তিনি লেখেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিমবঙ্গের আমার ভাই ও বোনেরা আগামী দিনে আরও মহান উচ্চতায় পৌঁছবেন। আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই পথচলায় বিনম্রভাবে অবদান রেখে যাব। আগামী দিনে বঙ্গভূমি আরও গৌরবের শিখরে পৌঁছক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। সকলের জীবনে আসুক সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য। মা দুর্গা আমার প্রিয় মানুষের সকলকে রক্ষা করুন।'

তেলে কেন অনুমতি ফের মার্কিন ব্যাখ্যা

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ: ভারতকে কেন রাশিয়ার তেল কেনার 'অনুমতি' দিয়েছে আমেরিকা, তার আরও এক বার ব্যাখ্যা দিল মার্কিন প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জানান, ভারত তাঁদের 'ভাল বন্ধু' এবং 'ভাল কাজ' করেছে, তাই 'অনুমতি' দেওয়া হয়েছে! তিনি দাবি করেন, আমেরিকার কথা শুনেই ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করেছিল। তাই 'সঙ্কটকালে' ভারতে রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় 'ছাড়পত্র' দেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ার তেল কেনার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের 'ছাড়' দেওয়া হয়েছে ভারতকে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর আমেরিকার মধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়ে মার্কিন প্রশাসন। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য যে রাশিয়ার তেলের বাজার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল মার্কিন প্রশাসন, তাতেই আবার ছাড়! বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়তে আমেরিকা বার বার তাদের 'সিদ্ধান্তের' পক্ষে সাফাই দিয়েছে। তারা এ-ও জানিয়েছে, 'অনুমতি' নয়, রাশিয়া থেকে তেল কেনার ব্যাপারে ভারতকে 'অনুরোধ' করা হয়েছে।

রিলায়্যান্সকে ধন্যবাদ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ: রিলায়্যান্সকে ধন্যবাদ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ইরান যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই আমেরিকা জানাল, তারা একটি তৈল শোধনাগার তৈরি করতে চলেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, গত ৫০ বছরে আমেরিকা কোনও তৈল শোধনাগার তৈরি করেনি। ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম এই তৈল শোধনাগার তৈরি করা হচ্ছে। আর তাতে বিনিয়োগ করছে মুকেশ আম্বানির রিলায়্যান্স। ট্রাম্প বলেন, 'গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, টেক্সাসের ব্রাউনসভিলে আমেরিকা একটা তৈল শোধনাগার তৈরি করছে। আমেরিকার গত ৫০ বছরের ইতিহাসে এটা প্রথম।' তিনি জানান, এই তৈল শোধনাগারের জন্য রিলায়েন্সের সঙ্গে ৩০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তি হয়েছে। একে 'ঐতিহাসিক চুক্তি' বলে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্প।

হরমুজে পণ্যজাহাজে হানা, মৃত ২ ভারতীয়

নয়াদিল্লি ও রিয়াধ, ১১ মার্চ: হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজে হামলার ঘটনায় ২ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আরও এক ভারতীয় নিখোঁজ। বুধবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতে আসছিল 'ময়ূরী নারী' নামের পণ্যবাহী জাহাজ। যেটিতে ছিল থাইল্যান্ডের পতাকা। সূত্রের খবর, ওই জাহাজটি গুজরাত উপকূলের দিকে বহু অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে আসছিল। সেসময় আচমকা সেটির উপর হামলা হয়। তবে কারা হামলা চালিয়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, হরমুজে দুই নাগরিকের মৃত্যুর পরে যুদ্ধে মোট মৃত ভারতীয় সংখ্যা হল ৫।

দুই ভারতীয়র মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি জানান, সরকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। তিনি বলেন, হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দু'জন ভারতীয় নাগরিককে আমরা হারিয়েছি এবং একজন নিখোঁজ। এই ঘটনা ঘটে যখন তাঁরা একটি বাণিজ্যিক জাহাজে করে

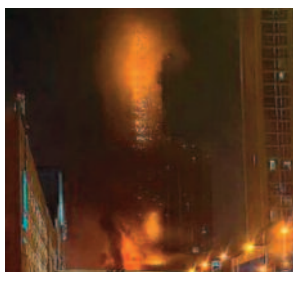

যাচ্ছিলেন। আচমকা আক্রমণের শিকার হন।' বিদেশ মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে, যুদ্ধের জেরে উপসাগরীয় অঞ্চলে আহত বেশ কয়েকজন ভারতীয়ের চিকিৎসা চলছে। দুবাইতে আহত একজন ভারতীয় নাগরিক বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। যোগাযোগ রাখছে ভারতীয় দূতাবাস।

অন্যদিকে, যুদ্ধের জেরে জ্বালানিসংকটে গোটা বিশ্ব। এর পরেও সংঘাত থামার নাম নেই। উলটে বুধবার মার্কিন ঘাঁটি এবং ইজরায়েলে সবচেয়ে বড় হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করল ইরান। নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে তেহরান হামলা চালিয়েছে বলেই খবর।

পাক চর সন্দেহে ধৃত নৌসেনা জওয়ান

আগ্রা, ১১ মার্চ: পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক নৌসেনা জওয়ানকে। রাজ্য পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস) গোপন সূত্রে খবর পায়, আগ্রায় এক ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকছে। তার পরই নজরদারি শুরু হয় আদর্শ কুমার নামে ওই নৌসেনা জওয়ানের উপর। বেশ কিছু দিন ধরে নজরদারি চালানোর পর বিষয়টি সুনিশ্চিত হতেই আদর্শকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে এটিএস।

সূত্রের খবর, আদর্শ কুমারের বাড়ি আগ্রার কাগারোলে। তিনি কেরলের কোচিতে নৌসেনার সাদার্ন কমান্ডে কর্মরত। তদন্তকারীদের দাবি, নৌসেনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করা হয়েছে। অভিযোগ, সেই তথ্য পাচার করা হয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের কাছে। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, আদর্শের মোবাইল থেকে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, নৌসেনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ছবি আইএসআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন আদর্শ।

অপ্রয়োজনীয় এই যুদ্ধের আগুন কি মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

শান্তনু রায়

ইজরায়েল-আমেরিকা বনাম ইরানের যুদ্ধের সপ্তম দিনে অনেকেরই আশঙ্কা পৃথিবী কি আবার এক বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায়। ইতিমধ্যে সব পূর্বআশঙ্কাকে সত্য করে ইরানের উপর আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলার প্রত্যুত্তরে ইরান প্রথমে সরাসরি ইজরায়েল কে আক্রমণ না করে পালটা হামলা শানিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে কাতার কুয়েত আরব আমিরশাহী ও বাহারিনে অবস্থিত মার্কিন সামরিকঘাঁটির উপর। আল জাজিরার সংবাদ অনুযায়ী মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহ করা তথ্যের সাহায্যে ইজরায়েলের এক নিখুঁত লক্ষ্যে আক্রমণের ফলে প্রথম চোটেই তেহরানে সদর দপ্তরে সামরিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকরত খামেনি ও সামরিক কর্তারা নিহত।এরপর তাৎক্ষণিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে ক্ষিপ্ত ইরান প্রতিশোধস্পৃহায় ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন আক্রমনে লিপ্ত হয়।পালটা ইজরায়েলও তেহরান সহ ইরানের বিভিন্ন শহরে সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছাড়াও স্কুলের উপরও ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমন করলে অনেক ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।অন্যদিকে সৌদি আরব ও ইরাকের মার্কিন ঘাঁটি ছাড়াও ইরানের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ওই সব দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলিও।রাশিয়া ও চিনের জাহাজ ছাড়া ঐ সব দেশের জাহাজের হরমুজ প্রণালী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে ইরান।মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারত সহ কিছু দেশ এখনও পর্যন্ত কোনপক্ষ অবলম্বন না করলেও বাকি বিশ্ব আড়াআড়ি বিভাজিত। ফলে যুদ্ধের আগুন শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সেটিই এখন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রাশিয়া ও চিন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আরজি জানালেও আমেরিকা-ইজরায়েল ইরানের উপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে গেলে ইরান-বন্ধু রাশিয়া শুধু শান্তির কথা না বলে হরমুজ প্রনালীতে সাম্প্রতিক যৌথ মহড়ার রেশ টেনে ইরানের পক্ষে আসরে নেমে পড়লেই বিশ্বযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠবে। অন্যদিকে ইরানের তেলের এক বড় ক্রেতা চিনও নিজের বানিজ্যিক স্বার্থে পেছন থেকে হলেও ইরানকে মদত দিয়ে যাবে।

এখানে একটি সঙ্গত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে- এযুদ্ধের কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল?এর উত্তর মাননীয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আছে কিনা জানা নেই তবে সাধারনবুদ্ধিতে মনে হতেই পারে 'আমেরিকা ফার্স্ট' এই শ্লোগানের আড়ালে ব্যবসায়ী ট্রাম্পের একমুখী বিশ্ব গড়ার ইগো-তৃপ্তির অপপ্রয়াসের ফলই এই যুদ্ধ যা বিশ্ববাসীকে প্রতিদিন নতুন করে শঙ্কিত করছে।

এ বছরের জানুয়ারির তিন তারিখে রাতের অন্ধকারে ভেনেজুয়েলায় আচমকা ধারাবাহিক বিমান হামলা চালিয়ে শয্যা থেকে সেদেশের সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার সাফল্যে গর্বিত ট্রাম্প হয়ত ভেবেছিলেন প্রথম আক্রমনেই খামেইনিকে হত্যা করতে পারলে ইরানকে সহজেই বাগে আনা যাবে।কিন্তু তাঁর ভাবনায় যে গলদ ছিল তা এখন নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে । ইরান যে ভেনেজুয়েলা নয় তা এই যুদ্ধে ইরান প্রতিপদে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত দিন কয় আগে ওমানের মধ্যস্থতায় জেনিভায় আমেরিকা-ইরানের তৃতীয় দফার বৈঠকের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকী দিয়ে বলেছিলেন-পরমানু অস্ত্র তৈরি না করার হৈরনের অঙ্গীকারের শর্তে তিনিও চুক্তি করতে চান । চুক্তি করা না গেলে খুব খারাপ সময় আসবে ইরানের। কারণ ইরান চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে ১০/১৫ দিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালাতে পারে।এভাবেই ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে টানাপোড়েনে।

আসলে ট্রাম্প প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫ য় স্বাক্ষরিত বহু আলোচিত আমেরিকা-ইরান পারমানবিক চুক্তি থেকে ২০১৮ য় আমেরিকা সরে গেলে খামেইনির কৌশলী মার্কিন সখ্যতা টুটে গিয়ে সূচনা হয় স্থায়ী বৈরিতার । কারণ খামেইনি কৌশল নিয়েছিলেন একদিকে আমেরিকার সাথে ঐ চুক্তিবলে ইরানকে পারমানবিক শক্তিধর দেশে পরিণত করতে অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইরানের নেতৃত্বে সিরিয়া , ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন প্যালেস্টাইন ইত্যাদিকে নিয়ে একটি সামরিক ও ইসলামি আদর্শভিত্তিক অক্ষ গড়ে তুলতে।তাঁর সে পরিকল্পনা সফল করতে নতুন করে চুক্তি করতে ইরানেরও গরজ আছে । তবে ইরান চায় নিজের শর্তে পারমানবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করতে।

প্রসঙ্গত আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলির সন্দেহ ইরান গোপনে পারমানবিক বোমা তৈরি করছে; তা থেকে ইরানকে নিরস্ত করতে তারা বদ্ধপরিকর।অন্যদিকে ইরানের দাবি তাদের পরমানু কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে শান্তির জন্য পারমানবিক শক্তিকে ব্যবহার। দু'পক্ষই কেউ অপরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এ অবস্থায় তৃতীয় দফার বৈঠক খুব ফলপ্রসু হবে না আগেই অনুমান করা গিয়েছিল । এখন পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে গড়ানোয় অনেকেরই হয়ত স্মরণে আসবে দু'দশক আগে আমেরিকার ইরাক যুদ্ধের কথা।

সত্য যে ইরানে আভ্যন্তরীন কিছু সমস্যাও সম্প্রতি গুরুতর আকার ধারন করেছিল। ১৯৫৩ য় সি আই এর সাহায্যে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি -শুরু হয় রাজতন্ত্রের যা ১৯৭৯ এ ইস্লামি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত বহাল ছিল। এবং তখন পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গেও দহরম মহরম ছিল।'শ্বেত বিপ্লব' নামে পরিচিত সেই পর্বে ইরান আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছেছিল- নারী স্বাধীনতার স্বীকৃতি মিলেছিলে। ১৯৭৯ এ রাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি 'বিপ্লবে'র মাধ্যমে ক্ষমতায় আসায় অনেকেরই মনে প্রত্যাশা জেগেছিল হয়ত দেশ এবার নতুন পথে হাঁটবে-কারণ সেই গোষ্ঠীর মধ্যে সোশ্যালিস্ট গ্রুপ ছিল। কিন্ত ভুল ভাঙতে বিশেষ সময় লাগল না কারণ ইসলামিক গ্রুপই ক্ষমতার রাশ হাতে পেয়ে গেল। ক্রমেই বোঝা যেতে লাগল আমেরিকা বিরোধী ভাবমূর্তি স্থাপনে সমর্থ হলেও ইসলামি শাসকরা দেশকে ক্রমশ পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। মৌলবাদী শক্তিই ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বে মৌলবাদী শক্তির নেতৃত্বের লাগাম ধরতে মরীয়া। এই সময়ই আয়াতোল্লাহ খোমেইনি ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ লেখক সলোমন রুশদির বিরুদ্ধে ফতেয়া জারি করেন তাঁর স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থ রচনার 'অপরাধে' এবং সেই অনুযায়ী রূশদির উপর অনেকবার আক্রমন হয়েছে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের সুরক্ষা বলয়ে গোপনস্থানে অজ্ঞাতবাসে থাকলেও।

উত্তরসুরি হিসেবে মনোনীত আয়াতুল্লাহ মন্তাজেরি শেষ মুহূর্তে বাতিল হওয়ায় ১৯৮৯য় আয়াতুল্লাহ খোমেনেই এর মৃত্যুর পর নবোদ্ভত পরিস্থিতিতে উত্তরসুরি হিসেবে এই আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্ট হাসেমি রফসানজানির সঙ্গে দেশ পরিচালনায়ও ক্ষমতা-শীর্ষে স্থিত হন। ১৯৯৭ এ সংস্কারপন্থী মহম্মদ খাতামি প্রেসিডেন্ট হলে কট্টর রক্ষণশীল খামেইনির সঙ্গে বিরোধ বাধে।তবে ২০১৩য় হাসান রুহানি প্রেসিডেন্ট হলে খেমেইনি তাঁর রক্ষনশীল অবস্থান কিঞ্চিৎ নমনীয় করলে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের পারমানবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ২০১৫য় বহু আলোচিত পারমানবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আমেরিকার সঙ্গে।তবে অবশ্য বেশিদিন এই কৌশলী সখ্য রইলো না। প্রথমবার ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ২০১৮ য় আমেরিকা এই চুক্তি থেকে সরে গেলে বৈরিতার সূচনা হয়। আসলে খামেইনি কৌশল নিয়েছিলেন একদিকে আমেরিকার সাথে ঐ চুক্তিবলে ইরানকে পারমানবিক শক্তিধর দেশে পরিণত করতে অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইরানের নেতৃত্বে সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন প্যালেস্টাইন ইত্যাদিকে নিয়ে একটি সামরিক ও ইসলামি আদর্শভিত্তিক অক্ষ গড়ে তুলতে।

অবশ্য খামেইনির কট্টরপন্থার জন্য দেশের মধ্যেই বারবার তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে । বিশেষত ২০০৯ এ বিতর্কিত নির্বাচনের পর গড়ে ওঠা গ্রিন মুভমেন্ট আন্দোলন খামেইনির পক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ আন্দোলন উপলক্ষে রাস্তায় নেমে আসা লাখো লাখো মানুষের মধ্য থেকে খোদ খামেইনির বিরুদ্ধেই স্লোগান উঠেছিল।

এরপর ২০২২ এ হিজাব বিরোধী আন্দোলনেও খামেইনির কট্টরপন্থা আবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। দিনটা ছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২ যেদিন ইরানের নীতিপুলিশের হাতে ধরা পড়েন গাড়ির মধ্যে থাকা সাকেজ শহর থেকে তেহরান বেড়াতে আসা কুর্দি তরুনী মাহসা আমিনি 'অপরাধ' তাঁর মাথায় হিজাব না থাকা । তিন দিনের মাথায় পুলিশ হেপাজতে আমিনির মৃত্যুর পর বাধ্যতামুলক হিজাব পরা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। হিজাবে মস্তক আবৃত না করার 'অপরাধে' বছর সাড়ে তিন আগে মাহসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে শুরু হওয়া 'নারী, জীবন ও মুক্তি' আন্দোলনে উত্তাল সেই সময়েও বহু মানুষ নিহত হন।খামেইনির পদত্যাগ দাবি করে শ্লোগান ওঠে বিক্ষুব্ধ তরুন সমাজের থেকে। তখনো অবশ্য খামেননি ওই বিক্ষোভকে 'বাইরের ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর বেকারত্ব ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন পরবর্তীতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে পর্যবসিত হলেও ধর্মীয় ঘেরাটোপে থাকা শাসকগোষ্ঠী তখনও বহিঃশত্রুর দোহাই দিয়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বিক্ষুব্ধ জনসাধারনকে দমন করতে সচেষ্ট হয়েছিল - একজন প্রতিবাদীকে ফাঁসির আদেশও দেওয়া হয়েছিল ।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে শুরু হওয়া নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তরুনদের সেই বিক্ষোভ দেশের ধর্মীয় নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল -ধর্মের মোহজালে এদের আটকান যাবে কিনা এই সন্দেহে । সরকার বিরোধী এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে নিহতদের সংখ্যা ।এক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিসেম্বর ও জানুয়ারির বিক্ষোভে ছ'হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন। নিহতদের প্রিয়জনেরা তখন অভিসম্পাত দিয়েছেন 'খামেনেইয়ের মৃত্যু হোক'। তবে গত ফেব্রুয়ারির শেষদিনে ইজরায়েল-আমেরিকা ঝটিতি আক্রমনে সপরিবারে খামেনেইনিকে হত্যা করলেও কিন্তু দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে।দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার বিদেশি শক্তি দ্বারা এমন হননে তারা শোকে এখন ক্ষুব্ধ বেদনাহত ও ক্ষিপ্ত। এমনকী ক'মাস আগে যারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সরকার পতনের দাবিতে পথে নেমে সোচ্চার হয়েছিল তারাও এখন বিদেশি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত স্বদেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে আপাতত বিদ্রোহের ঝাণ্ডা গুটিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

তবে ট্রাম্পের হুমকীর কাছে ভয়ে নতিস্বীকার করতে রাজি নয় ইরান।গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ ব্যাপক দমন পীড়ন ও মৃত্যুতে সাময়িকভাবে থিতিয়ে গেলেও সম্প্রতি তেহরান সহ দেশের বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পথে নামায় দেশ আবার উত্তাল হলেও ট্রাম্পের হুমকীর প্রত্যুত্তরে অবিচল খামেনেই সরকারের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পাল্টা বলেছিলেন , হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত ইরান।অন্যদিকে ইরানকে আক্রমণ করতে দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকাকে প্ররোচনা দাতা ইজরায়েলও ইরান-আমেরিকার চাপানউতোরের উপর নজর রাখার পর এবার আমেরিকার সাথে একযোগে শানিয়েছে ইরানের উপর। ইরানের পালটা আক্রমনের লক্ষ্য হয়েছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ ও সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর আবুধাবিও। আমেরিকার টর্পেডোতে ভারত ফেরত ইরানি রনতরি ভারত মহাসাগরে ডুবলেও খামেইনিহীন ইরানও এখনও পর্যন্ত অদম্য।

ইতিমধ্যে খামেইনির উত্তরসুরী হিসেবে প্রবীন আলেমাদের নিয়ে গঠিত পরিষদ খামেইনির দ্বিতীয় পুত্র মুজতবা খামেইনিকে মনোনীত ক রেছে ।আগে অবশ্য জানা গিয়েছিল খামেনেইকে হত্যা করে আমেরিকা ইরানে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়ে দিতে পারে নিজেদের স্বার্থে এই আশঙ্কায় খামেনেই নিজেই তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে আলি লারিজানিকে মনোনীত করে গিয়েছেন, যিনি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দেশের শাসনভার করবেন বলে স্থির হয়েছে। অবশ্য ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন পরবর্তী ধর্মীয় নেতার নাম যা-ই হোক কিংবা তিনি যেখানেই থাকুন তাকে হত্যা করা হবে।

প্রসঙ্গত ইরানের সাথে আমেরিকা-ইজরায়েল এর এই সঙ্ঘাতের প্রভাব ভারত তো বটেই, ইরান থেকে তেল আমদানি করা সব দেশের উপরও পড়তে বাধ্য ।উল্লেখ্য ইরান ও ইজরায়েল উভয়ের সঙ্গেই ভারতের কুটনৈতিক স্তরে সুসম্পর্ক আছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিহুয়ার আমন্ত্রনে অতি সম্প্রতি দু'দিন সেদেশে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশে ফেরার ২৪ঘন্টার মধ্যেই ইরানের উপর ইজরায়েল-আমেরিকার এই আপাত আকস্মিক হামলার ঘটনাটি ঘটে- যার ফলে খোদ খামেইনির সপরিবারে মৃত্যু হয়। অন্যদিকে সে সময়ই পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব সম্প্রসারনের নিন্দা জ্ঞাপন করে ভারত সহ একশটিরও বেশি দেশের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। ২০২৩ এর অক্টোবরে ইজরায়লে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর মোদিই প্রথম বিশ্বনেতা হিসেবে নেতানিহুয়াকে ফোন করেছিলেন। এভাবে মোদি জামানায় ভারত-ইসরায়ল সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে-প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পেয়েছে ভারত-কৌশলগত প্রশ্নেও তেল আভিভের গুরুত্ব বেড়েছে।কুটনৈতিক ক্ষেত্রে এ অস্বাভাবিকও নয়। তবে নেতানিহুয়ার 'হেক্সাগন' নামক আঞ্চলিক জোটের প্রস্তাবে ভারত এখনো পর্যন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করেনি।বর্তমান যুদ্ধে ভারত উভয়পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।কিন্তু তেল আমদানির ব্যাপার ছাড়াও রাশিয়াও যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ভারতের ভুমিকা আরও কঠিন হয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে।

অন্যদিকে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে দেশে তীব্র দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া তরুনদের বিক্ষোভ দেশের ধর্মীয় নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে, কারণ ধর্মের মোহজালে এদের আটকান যাবে কিনা সন্দেহ। সরকার বিরোধী এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে নিহতদের সংখ্যা। নিহতদের প্রিয়জনেরা অভিসম্পাত দিয়েছিলেন 'খামেনেইয়ের মৃত্যু হোক'। যে খামেইনির কট্টরপন্থার জন্য দেশের মধ্যেই বারবার তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে । অনেকেই মনে করেন নামে বিপ্লবী সরকার হলেও আসলে ধর্মীয় মৌলবাদী এই সরকার দেশকে পশ্চাতমুখী করায় দেশ ভেতরে ভেতরে ভঙ্গুর হয়েগেছে।নাগরিক জীবন আজ দুর্দশাক্লিষ্ট- দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে- নারী জীবন স্বাধীনতা এখন সেখানে কথার কথা দেশের বিক্ষুব্ধ যুবসমাজ বর্তমান সরকারের পতন চেয়েছিল সেই সুযোগে নিজের স্বার্থে আমেরিকাও চায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়ে কোন এক ক্রীড়নককে ক্ষমতায় বসাতে।এক্ষেত্রে নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি 'ট্রোজান হর্স' হলে বিস্ময়ের কিছু নেই।এর আগে দেশব্যাপী বিক্ষোভে এক অস্থিতা শুরু হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের এই বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'সাহায্য আসছে' তাও ছিল সেই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে।সে 'সাহায্য' যে নিছক ইরানে গণতন্ত্র ফেরাতে নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না । ইরান সরকার অবশ্য বরাবর মনে করে অশান্তি সৃষ্টি করে ইরানে অচলাবস্থা তৈরির চেষ্টা করছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রতিবাদীদের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক কালে পড়শি বাংলাদেশেও ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে 'তৌহিদি জনতা'র নামে মৌলবাদীশক্তির ষড়যন্ত্র করে গনতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা রূপায়ন সম্ভব হতো না বাইডেন প্রশাসনের আনুকূল্য ব্যতিরেকে তা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। আর অদ্ভুতভাবে তা সমর্থন করেছিল পাকিস্থান ছাড়াও ইরান তুরস্ক সহ মধ্য এশিয়ার ইসলামিক দেশগুলি ,ভিন্ন এক সমীকরনে।

ইরানের প্রতিবাদী জনতা কিন্তু ইসলামী মৌলবাদী শক্তির অপসারন চেয়ে সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর। তবে তাদেরকে বোড়ে করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নব্য ভুমিকায় প্রথম থেকেই আশ্চর্য ঠেকেছে অনেকেরই। ইরান নিয়ে ট্রাম্পের হঠাত মাথাব্যাথা নিছক ইরানবাসীর দুঃখে নয় অনুমান করা গিয়েছিল। পারমানবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রনের অজুহাতে তরল সোনা অর্থাৎ তেলের ভাণ্ডারের উপর নিয়ন্ত্রন কায়েমের জন্যই ভেনেজুয়েলার পর নতুন টার্গেট ইরান। পরিণাম এখন অনিশ্চিত। ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোল বলে।কিন্তু একটা কথা হয়ত ভেবে দেখার অবসর হয়নি ট্রাম্প সাহেবের অথবা তাঁর হিসেবে ভুল হয়েছিল।তিনি কি ভেবেছিলেন খামেইনি ট্রাম্পের মতে খুব খারাপ লোক হলেও কিংবা দেশে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশের দাবিদার প্রতিবাদীদের যতই ক্ষোভ থাকুক খামেইনির ওপর, এভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রের কার্যত প্রধানকে তাঁর কার্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ করে সপরিবারে হত্যা করার অধিকার জন্মায় জর্জ ওয়াশিংটন-জেফারসনের উত্তরাধিকারি একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এবং সে রকমটি হলে দেশের স্বৈরতন্ত্রী শাসকের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা সবাই দলে দলে নেমে পড়বেন আমেরিকার ষড়যন্ত্র সফল করতে?বরং বলা যায় দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি স্বৈরাচারি শাসকের নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠছিল ট্রাম্প ইরানের উপর আকস্মিকভাবে এই অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় সেইগণআন্দোলনই এর ফলে আপাতত হয়ত আর দানাবাঁধতে পারল না।অন্যভাবে বলা যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল বাইডেন প্রশাসনের কুশলতা ও বিচক্ষণতায় কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ট্রাম্পের হামবড়াপনায় শুধু সেদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হল না , বরং বহু নিরীহ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বহু শহর সম্পত্তি ধ্বংস হলেও পচা শামুকে ট্রাম্পের পাও কাটল কিনা তা দেখার জন্য আরও কিছুদিন হয়ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে যাই হোক মধ্যপ্রাচ্যে আবার ওঠা ঝড় কি এক বিশ্বযুদ্ধের সুচনা- এখন কৌতুহল ও আশঙ্কায় আবিশ্ব ।

সম্পাদকীয়

জ্ঞানেশের ধমক খেয়ে রাজ্য পুলিশের আমলারা কি ধাতস্থ হতে পারবে আদৌ?

মাত্র দুটো দিন। আর তাতেই ঘুম উড়েছে এই রাজ্যের দলদাস একাংশ পুলিশ কর্তা ও আমলার। গত দেড় দশক ধরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের চাটুকারিতা করাটা রক্তে মিশে গিয়েছে তাঁদের। এবার তাঁদের রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সম্প্রতি কমিশনের ফুল বেঞ্চ এসেছিল ভোটমুখী বাংলায়। সোম ও মঙ্গলবার দু'দিন ধরে কমিশনের ফুল বেঞ্চ একের পর এক বৈঠক করে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে। রাজ্য পুলিশ, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বাংলায় আসন্ন নির্বাচনে যে কোনও ধরনের হিংসা এবং অনিয়মের ঘটনা কমিশন যে বরদাস্ত করবে না, সেকথাও রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করে পালিয়ে বাঁচার পথ থাকবে না বলেও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে ওই বৈঠকে সবচেয়ে কড়া ধমক খেয়েছেন রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা বিনীত গোয়েল। শাসক দলের আস্থাভাজন বলে সুনাম রয়েছে তাঁর। অন্য সব রাজ্যে নারকোটিক্স অ্যাডভাইজারি বোর্ড থাকলেও বাংলায় কেন এই বোর্ড নেই, পর্যালোচনা বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতেই বিনীত গোয়েলকে ধমকে থামিয়ে দেন জ্ঞানেশ কুমার। বৈঠকে প্রথম থেকেই কড়া মেজাজে ছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। যা দেখে দলদাস আমলাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার-সহ অন্য পদাধিকারীদেরও কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশন বলেছে, কমিশনের হাতে শুধু দেড় মাস পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, এটা ভেবে নির্বাচনের কাজে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করলে পার পাওয়া যাবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এমন পদক্ষেপ করা হবে যে ভোট মিটলেও তাঁর মাশুল দিতে হবে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের। এই ভাষাতে এর আগে কোনও সিইসি কথা বলেননি। ফলে এখন রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন কী করবে বুঝতে পারছেন না। শ্যাম রাখি, না কূল রাখি। এই তো অবস্থা

শব্দছক ৯৭

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. অপরিমিত ৪. সংজ্ঞাহীন ৬. মূল্য ৭. ঈশ্বরের দূত ৯. কথাবার্তায় আলাপন ১১. সুন্দরী নারী ১৪. মধ্যপ্রাচ্যের একটি শহর ১৬. বাউলার বিভক্তকরণ ১৯. ভালোবাসার প্রেমিকজন ২০. চিন্তাকরা ২১. দর্শন-এর কাব্যরূপ ২২. উচ্চগ্রাম স্বর নিক্ষেপ

ওপর-নিচ: ১. বলপূর্বক অনিয়মের দখল ২. মুন্ড বাদে শরীরের বাকী অংশ ৩. উচ্চজাতীয় আনাজ ৪. কোদালজাতীয় যন্ত্র ৫. প্রবঞ্চকতা ৮. সুন্দর পরিচরণ ৯. আনয়ন করা ১০. শূন্যতা ১২. গরমমশলার একটি পদ ১৩. বিভক্তিকরণ ১৪. কর্ণ ১৫. সপ্তাহের প্রথমদিন ১৬. ষাঁড় ১৭. ধ্বংস ১৮. অস্পষ্ট ২০. ঔজ্জ্বল্য

সমাধান ৯৬ — পাশাপাশি: ১. গোবদা ৩. সমর্পিত ৫. মোক্ষম ৬. বদ ৭. রক্তলাল ৯. কারণ ১০. বিদায়ি ১২. পাকাকথা ১৪. শত ১৫. মাগুর ১৭. নারিকেল ১৮. থিতানো

ওপর-নিচ : ১. গোটা ২. দামোদর ৩. সমর ৪. তমাল ৬. বকাঝকা ৮. লালায়িত ১১. দাশরথি ১২. পাওনা ১৩. থামাল ১৬. দানো

আজকের দিন

- **১৯১৮** — সেন্ট পিটার্সবার্গের পরিবর্তে মস্কো আবার রাশিয়ার রাজধানী হয়।
- **১৯৯৩** — মুম্বাইতে ১৩টি বোমা বিস্ফোরণে ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।
- **২০১১** — ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক কেন্দ্রের আশেপাশের উচ্ছেদ অঞ্চল ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

জন্মদিন

১৯১৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্তরাও চহ্বনের জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক অরিন্দম শীলের জন্মদিন।*

১৯৮৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্মদিন।*

শ্রেয়া ঘোষাল

চর্চাবাসর ৫৭

যুদ্ধবিদ্যাকে কখনও কখনও পোলেমোলজি বলা হয়, গ্রীক পোলেমোস থেকে যার অর্থ 'যুদ্ধ', এবং-লজি, যার অর্থ 'অধ্যয়ন'। যুদ্ধ পূর্ণভাবে বৈধ সামরিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও হতে পারে এবং এর ফলে প্রচুর অসামরিক এবং সাধারণ মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহে ভাটা

আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগীদের খাবার রান্না বন্ধের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের জেরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতেও চূড়ান্ত গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বেসরকারি ক্ষেত্রে সব জায়গায় একই অবস্থা। আসানসোল জেলা হাসপাতালের রান্নাঘরেও তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। এবং এই সংকটে জেরে রোগীদের জন্য খাবার তৈরি একপ্রকার বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আসানসোল জেলা হাসপাতালে দিনে প্রায় ৭০০ থেকে ৭৫০ রোগীর খাবার তৈরি হয়। যা রোগীদের বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। এই রান্না ঘরের কর্মী মন্টু দাস ও রাজেশ প্রসাদের বক্তব্য, 'কোনো রকমে অতিরিক্ত দাম দিয়ে বাইরে থেকে গ্যাস নিয়ে এসে রান্না করা হচ্ছে। কিন্তু এইভাবে দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব নয়।' অপরদিকে হাসপাতাল চত্বরে রোগীর পরিবার এবং ডাক্তারদের জন্য ক্যান্টিনেও গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। এই ক্যান্টিনের ঠিকা প্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার অসিত পাল বলেন, 'ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক সিলিন্ডার তিন হাজার টাকার বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি থাকলে এক দু দিনের মধ্যে ক্যান্টিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।'

পাণ্ডবেশ্বরে অত্যাধুনিক বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দিনে দিনে উন্নয়নে বদলে যাচ্ছে খনি অঞ্চল তথা পাণ্ডবেশ্বরের ছবি। উন্নয়নের সোপানে পাণ্ডবেশ্বর এবার আরও একধাপ এগিয়ে গেল। পাণ্ডবেশ্বরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করে ফুলবাগান মোড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল এক আধুনিক 'মডেল বাস স্ট্যান্ড'। বুধবার এক জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বাস স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ ও আধুনিক করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। বিধায়ক নিজে ফিতে কেটে দেখেন যাত্রীদের জন্য রাখা প্রতিটি পরিষেবা। 'মডেল পাণ্ডবেশ্বর' গড়ার যে লক্ষ্য তিনি নিয়েছিলেন, এই প্রকল্প তারই এক বাস্তব প্রতিফলন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এদিন পাণ্ডবেশ্বরের ফুলবাগান মোড়ে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক 'মডেল বাস স্ট্যান্ড'টি। এই মডেল বাস স্ট্যান্ডে থাকছে যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক বসার সুব্যবস্থা। শৌচাগার এবং পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। রাতে নিরাপত্তার জন্য আধুনিক আলো এবং নজরদারি। সব মিলিয়ে ফুলবাগান মোড়ের এই নতুন রূপ এখন সাধারণ মানুষের আলোচনার কেন্দ্রে এবং এটি এখন কেবল একটি বাস স্ট্যান্ড নয়, বরং পাণ্ডবেশ্বরের আধুনিকতার পরিচয়।

ফর্ম আইএনসি - ২৬
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি ইনকর্পোরেশন রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
অমৃতবাণী বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস **এলপি-৪/১, ৪২, কৃষ্ণ মোহন মিত্র লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬ সম্পর্কিত**
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**হরিয়ানা রাজ্যে**" পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতে হাতে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫** পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে: **রেজিস্টার্ড অফিস : এলপি-৪/১, ৪২, কৃষ্ণ মোহন মিত্র লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬**
অমৃতবাণী বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ কুমার শরফ
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০১৭৮৯৪৭৫
তারিখ : ১২.০৩.২০২৬
স্থান : হাওড়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SMFG Grihashakti | এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফিনান্স কোং লি.
রেজি. অফিস : কমারজোন আইটি পার্ক, টাওয়ার বি, ২য় তল, নং ১১১, মাউন্ট পুনামালি রোড, পোরুর, চেন্নাই - ৬০০১১৬, তামিলনাড়ু, ভারত
কর্পোরেট অফিস : ৫০৩-৫০৪, লেভেল ৫, ইন্সপায়ার বিকেসি, মেন রোড, জি ব্লক, বিকেসি বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৫১ | **CIN** : U65922TN2010PLC076972
ইমেল : grihashakti@grihashakti.com **ওয়েবসাইট :** www.grihashakti.com
শাখা বন্ধের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ১৪ জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর হিসেবে পরিচালনগত আবশ্যকতার কারণে নিম্নোক্ত শাখার কাজ বন্ধ করা হচ্ছে।
শাখার নাম : কোন্নগর (পশ্চিমবঙ্গ)। **ডাক ঠিকানা :** ২য়তল, ৩৯, জি টি রোড, কোন্নগর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২২৩৫।
আমরা গ্রাহক এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত যুক্তগণের জন্য ১৪ জুন ২০২৬ তারিখ থেকে নিম্নোক্ত শাখায় বিকল্প পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।
শাখার নাম : কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)। **ডাক ঠিকানা :** এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফিনান্স কোং লি. এলটিডি, ৭মতল, আনার চেম্বার্স, ৫ বি এন সরকার সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭২।
এসএমএফজি ইন্ডিয়া হোম ফিনান্স কোং লি. এর পক্ষে
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

জয়দেব খাঁ'কে আমন্ত্রণ বিজেপির, তোপ নরেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মুখে 'মাফিয়া রাজ' ও 'সিন্ডিকেট রাজ'-এর বিরুদ্ধে সরব হলেও বাস্তবে বিজেপির ভূমিকাকে ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের পরিচিত কয়লা ব্যবসায়ী তথা বিতর্কিত ব্যক্তি জয়দেব খাঁ-কে বিজেপি আসানসোল দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় 'স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য' করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আসানসোল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যের প্যাডে প্রকাশিত এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এই ইস্যুতে দুর্গাপুরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন দাশু, জেলা মহিলা সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং ও জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ ঘটক-সহ অন্যান্যরা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আগামী ভোটে পশ্চিম বর্ধমানের মানুষ বিজেপির মতো দূরবৃত্তর দলকে পরিত্যাগ করে তৃণমূলকে আশীর্বাদ করবে এবং তৃণমূল পশ্চিম বর্ধমানের ৯টি আসনের মধ্যে ৯টিতেই জয়ী হবে।' অন্যদিকে, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি অভিযোগ করেন, 'এলাকার সব থেকে বড় কয়লা ও বালি মাফিয়া নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।' তিনি আরও বলেন, 'একদিকে বহুলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এলাকায় বীর বাহাদুর সিং কয়লা সিন্ডিকেট চালায়। যার মাধ্যমে মাসে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়।' সব মিলিয়ে ভোটের আগেই খনি অঞ্চল-সহ শিল্পাঞ্চলে শাসক ও বিরোধী দলের পারদ ঊর্ধ্বমুখী।

জাতীয় সড়কের গার্ডওয়াল ধসে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ধসে পড়ল ১৯ নং জাতীয় সড়কের গার্ডওয়াল-সহ জাতীয় সড়কের একাংশ। জাতীয় সড়ক ব্যস্ততম রাস্তা, এই রাস্তা খারাপ থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি সংস্থা নতুন করে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করে, স্থানীয় সূত্রের খবর ১ বছর হয়নি নতুন রাস্তা দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের গার্ডওয়াল ধসে পড়ে। সাথে সাথে বড়সড়ো দুর্ঘটনা হাত থেকে বাঁচে বেশ কয়েকটি গাড়ি। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত সরডাঙা এলাকায় জাতীয় সড়কের কলকাতা থেকে বর্ধমান যাওয়ার রাস্তায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার জন্য এইরকম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার পরে জামালপুর থানার আজাপুর এলাকা থেকেই সমস্ত গাড়িগুলিকে বাইপাস দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত করে ও পরে ওই রাস্তায় যান চলাচল আপাতত বন্ধ করে দেয়।

SBI রিজিওনাল বিজনেস অফিস-III
জোনাল অফিস, বিধাননগর, ১/১৬, ভি আই পি রোড, সি আই টি স্কিম-VIIM, কলকাতা- ৭০০০৫৪
ই-মেল - sbi.14870@sbi.co.in
নোটিশ
সিএসপি নাম **উজ্জ্বল মুখার্জি**, সিএসপি কোড : **৩২২৬০৯৯৩**, এর **এসবিআই পাটুলিয়া শাখার (০৯১৬৯)** এর সঙ্গে সম্পর্ক সমাপ্ত করা হয়েছে স্থায়ীভাবে।
তারিখ : ১২.০৩.২০২৬ — রিজিওনাল ম্যানেজার
স্থান : বিধাননগর — আরবিও-III, বিধাননগর

নোটিশ
আমাদের গ্রাহক নাম **শ্রী শিব শঙ্কর জানা**, পিতা প্রয়াত অবনী ভূষণ জানা, নিবাস বালিয়া(পশ্চিম), গড়িয়া, থানা : নরেন্দ্রপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪, ক্রয় করেছেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০২ কাঠা ০৪ ছটাক কমবেশি তদস্থিত বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা- বালিয়া, জেএল নং ৪৬, আরএস নং ৩০, তৌজি নং ২২৪, পরগনা- মেদানমাল্লা, সিএস দাগ নং ৩২৩ এবং ৩২৪, আরএস দাগ নং ৩৫০ এবং ৩৫১, এলআর দাগ নং ৩২৮ এবং ৩২৯, সিএস খতিয়ান নং ৬৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৮, খণ্ড খতিয়ান নং ২৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৫, হোল্ডিং নং ২১৩, মধ্য বালিয়া রোড, ওয়ার্ড নং ১, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, থানা : পূর্বতন সোনারপুর বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সে সময়ের নথিভুক্ত মালিক নাম শ্রী রবীন্দ্র নাথ মুখার্জি, পিতা প্রফুল্ল কুমার মুখার্জি এর কাছ থেকে বিক্রয় দলিল তারিখ ২২.০২.২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত এসআর-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩০, পৃষ্ঠা ৩০১ থেকে ৩১০, দলিল নং ০১৫০৮ -২০০৬ সালের। উক্ত মূল দলিল, নং ০১৫০৮-২০০৬ আমাদের উক্ত গ্রাহক যিনি হোম লোন আমাদের কাছে নিয়েছেন তা আমাদের হেফাজত থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ নাগাদ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা, ২য়তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭ উত্তর কুমড়াখালি, ইএম বাইপাশ, কলকাতা- ৭০০১০৩ থেকে হারিয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় অফিসার ইন চার্জের নিকট এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২০৩৮ তারিখ ২৬.০৯.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিক্রয় দলিল/নথি পেয়ে থাকলে বা উক্ত সম্পত্তিতে কোনও দাবি থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্তর নিকট দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা
এম : ৯৬৭৪৬৫৭৫১৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
মোরেগ্রাম শাখা
গ্রাম : গোকুলটা, পো - খেরুর, থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২২৩৭
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০২.০১.২০২৬** তারিখে **(১) কাজী লুটফুল হক (ঋণগ্রহীতা), (২) কাজী জহুরুল হক (জামিনদাতা)** গ্রাম - গোকুলটা, পো - খেরুর, থানা - সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৭ ওসিসি এবং টিএল অ্যাকাউন্টস, ওসিসি - ৫০৪৪৭১৭৭১৮৩, জিইসিএলএস ইএক্স - ৭১২৯৫২৭১৪৬, কেসিসি ৫০১৭৮৯৩৪৬৭২ সুবিধাদি **মোরেগ্রাম শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৫৫,৭৫৩.০০ টাকা** (সতের লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ তিপান্ন টাকা) উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১৭,৫৫,৭৫৩.০০ টাকা** (সতের লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ তিপান্ন টাকা) **০২.০১.২০২৬** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম- গোকুলতা, পো : খেরুর, থানা : সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৭। --জমি এবং ভবন মৌজা- গোকুলতা, জেএল নং ৫৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮৮৫, খতিয়ান নং ১৩৩৯ এবং ১৩৪১, সাগরদিঘি ব্লক অধীন, এডিএসআর-সাগরদিঘি, মোট জমির এরিয়া ১২.৪০ ডেসিমেল উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল ১-১২৬২-২০১৮ সালের, তাং ১২.০৩.২০১৮, **সম্পত্তি কাজি লুৎফুল হক এর নামে,** জমির এরিয়া ৬.২০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি-ভিটা, এবং স্বত্ব দলিল নং ১-১২৬৩ তাং ১২.০৩.২০১৮, **সম্পত্তি কাজি জহুরুল হক এর নামে,** এরিয়া ৬.২০ ডেসিমেল , জমির শ্রেণি -ভিটা। উক্ত সম্পত্তি ১২.৪০ ডেসিমেল এর **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফজলুল হক এর ভবন। পূর্বে : ৮ ফুট মাটির রাস্তা। দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা। পশ্চিমে : মধু শেখ এর ভবন এবং কাজি আবদুল হক এর খালি জমি।
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মোরেগ্রাম — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই এএমসিসি বেলদা (৬২৯৭১)
এসবিআই বেলদা ব্রাঞ্চ বিল্ডিং পো. এবং থানা - বেলদা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৪, ইমেল - sbi.62971@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
A/c. No. 35189020851(Cash Credit) — শাখা - এসবিআই জামকি
যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৬.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাধাকান্ত গারু, পিতা জয়ানন্দ গারু, গ্রাম এবং পো - নেগুয়া, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৪৮** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৩৬,০০০.০০ টাকা (পনের লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা) ৩০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১৫,৩৬,০০০.০০ টাকা (পনের লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা) ৩০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- নেগুয়া, জেএল নং ১১৯স আরএস খতিয়ান নং ৩০৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩৪৫(পিআর), আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৮, এরিয়া : ১০ ডেসিমেল, ধরন- বাস্তু, স্বত্ব দলিল নং ১-৭২৯৬/২০১১ তারিখ ৩০.১১.২০১১ (এডিএসআর এগরা)।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাধাকান্ত গারু, পিতা জয়ানন্দ গারু, গ্রাম এবং পো : নেগুয়া, থানা : এগরা, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪৪৮।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নেগুয়া কাশভাগোলা পিচ রোড। **দক্ষিণে :** প্লটের অংশ(নিজ)। **পূর্বে :** প্লটের অংশ (নিজ)। **পশ্চিমে :** প্লটের অংশ (নিজ)।
তারিখ : ১০.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বেলদা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

গাজোলে বেআইনি পুকুর ভরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গাজোল ব্লকের একটি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মালদা শহরের জনৈক এক ব্যক্তির মদতেই গাজোলে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বর সংলগ্ন তুলসিডাঙা কোরাপাড়া এলাকায় কয়েক বিঘার পুকুর ভরাট হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা কয়েক দিন ধরে এবিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। কিন্তু জমি মাফিয়ারা স্থানীয়দের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। বুধবার বিষয়টি জানতে পেরে গাজোল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি টিম তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রশাসনের অভিযানের আগাম খবর পেয়েই মাটি কাটার জেসিবি মেশিন-সহ অন্যান্য ট্রাক্টর নিয়ে পালিয়ে যায় জমি মাফিয়ারা বলে অভিযোগ। গাজোল ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন, 'কোনোভাবেই এই বেআইনি কাজ করতে দেওয়া যাবে না। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি এব্যাপারে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তুলসিডাঙা কোড়াপাড়া এলাকায় জল নিকাশির একমাত্র মাধ্যম রয়েছে আড়াই বিঘার এই পুকুরটি। এই বেআইনি ভরাটের প্রতিবাদ করতে গেলে মাটি মাফিয়ারা রীতিমতো হুমকি দিচ্ছে।

প্রিমিয়াম এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড
CIN : U65923WB1991PLC053076
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ৪র্থ তল, পার্ক সার্কাস পব-৭০০০১৭ ভারত
ফোন : (০৩৩) ২২৪৩ ০৪৯৭/৯৮, ২২৪৮ ৭০৬৮ / **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৪৮ ৬৩৬৯
ই-মেইল : premiumexchangeltd@yahoo.com
শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
[illegible]

বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাঁচ কেজির উপর বোমার মশলা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ বুধবার রাতে কয়েকটি প্যাকেটে থাকা বোমা তৌরির মশলা উদ্ধার করে। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় সাহাবিল শেখ নামের এক ব্যক্তি। পূর্বস্থলীর ছাতনি এলাকায় সাহাবিল শেখের বাড়ি। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বেনাকর মোড় থেকে তাঁকে বোমা তৌরির মশলা সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় পাঁচ কেজির উপর বোমা তৈরির মশলা। বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির মশলা নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল বা তার কি উদ্দেশ্য জানতে তদন্তে নামে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

সীমান্তে বিপুল জাল নোট-সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: সীমান্তে ৩১ হাজার ভারতীয় জাল টাকা-সহ গ্রেপ্তার এক। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার গোয়ালদ এলাকার ঘটনা। ৩১ হাজার ভারতীয় জাল নোট যার মধ্যে ৫০০ টাকা ও ২০০ টাকার নোট আছে। সীমান্তে মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগদ অশংলগ্ন অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিল আলি আসাদ মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি। এই টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা ছিল মনে করা হচ্ছে। পুলিশ গিয়ে হাতেনাতে জাল নোট-সহ গ্রেপ্তার করে। একজন জাল নোট কারবারি আলি আসাদ মণ্ডলের বাড়ি বসিরহাট থানার ভারত-বাংলাদেশ পাইকারডাঙা সীমান্তে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ইমেল আইডি : sbi.18192@sbi.co.in
[illegible]
তারিখ : ১২.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : পরিধান-গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৫তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫
লিকুইডেটর : পার্থ কমল সেন
আইবিবিআই ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৮সি১, ব্লক টাওয়ার, হাইল্যান্ড পার্ক, ১৯২৫, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৪
ইমেল আইডি : partha_kamal@yahoo.com, praptifashions.ibc@gmail.com যোগাযোগ নং + ৯১ ৯৮৩০২৬৩৩৫২
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদের ই-নিলাম বিক্রি
স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫ মার্চ ২০২৬
[illegible]

SBI এসবিআই এএমসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)
ইটিন্দা রোড, বসিরহাট, পো. এবং থানা - বসিরহাট
জেলা - ২৪ পরগনা (উ) পিন -৭৪৩৪১১, পব
sbi.62984@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
A/c. No. : 42006944611 (OD)
যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৫.০১.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুমন কুমার চ্যাটার্জি পিতা স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম এবং পো - রুদ্রপুর, ওয়ার্ড নং ১৭, বাদুরিয়া পুরসভা অধীন, থানা - বাদুরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪০১ এবং জামিনদাতা : শ্রীমতী স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়, স্বামী স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম - মাগুরখালি, পো - রুদ্রপুর, থানা - বাদুরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪০১** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,১৩,৯০০.৪৫ টাকা (উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার নশো টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) ১৭.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাদুরিয়া শাখার** নিকট বকেয়া **২৯,১৩,৯০০.৪৫ টাকা (উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার নশো টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) ১৭.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৯ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা- মাগুরখালি, জেএল নং ৪৪, তৌজি নং -৬১৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২০০ এবং ২০১, আরএস খতিয়ান নং ২৭৭ এবং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৮৫, বাদুড়িয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭, গ্রাম- মাগুরখালি, পো : রুদ্রপুর, থানা : বাদুড়িয়া, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪১২৩৩, দলিল নং ১১২৩৪-২০১৪ সালের, এডিএসআরও বাদুড়িয়া।
সম্পত্তি শ্রীমতি স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়, স্বামী স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায় এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রবীর চ্যাটার্জির সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** কাদের কারিগর এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** কাদের কারিগর এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া পুরসভা কংক্রিট সড়ক।
তারিখ : ১০.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মাগুরখালি — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
বহরমপুর মেন শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৫.০১.২০২৬ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স চৌধুরি এন্টারপ্রাইজ এবং অংশীদারগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ শ্রী অভীক চৌধুরি, শ্রী দিলীপ কুমার চৌধুরি, শ্রী অভিজিৎ চৌধুরি, শ্রীমতী অর্চনা চৌধুরি, শ্রীমতী রুমি চৌধুরি এবং শ্রীমতী নূপুর চৌধুরি বহরমপুর মেন শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,১১,৬৯,০০৪.০০ টাকা (এক কোটি এগার লাখ উনসত্তর হাজার চার টাকা)** উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১,১১,৬৯,০০৪.০০ টাকা** দাবি নোটিশের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৩.৪০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন, সম্পত্তি শ্রী অভিক চৌধুরী, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪০০৬ তারিখ ০৫.০৫.১৯৯৯, মৌজা : খাগড়া জয় চাঁদ, থানা : বহরমপুর, জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৪৯৩০, প্লট নং এলআর ১৬৫, শ্রেণি -ভিটা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভার পিসিসি রোড। দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি। পূর্বে : নারায়ণ চন্দ্র পালের সম্পত্তি। পশ্চিমে : লোকনাথ বাবুর সম্পত্তি।
সম্পত্তি ২ : এক দোকান একতলায় ভবনের নাম শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ঢাকা এরিয়া ৪২৫.৮৮ বর্গফুট হোল্ডিং নং ১৯৫/জি/১, এ সি রোড মেন, ওয়ার্ড নং ১৬, বহরমপুর পুরসভা, পো -খাগড়া, **সম্পত্তি শ্রী অভিজিৎ চৌধুরীর নামে** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৮৩০ তারিখ ১৩.০৮.২০০২, মৌজা -খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেএল নং ৯৭, প্লট নং ১৩৭১, ১৪২৫, এলআর ১৮৯৩, ৩৪৯৯ এলওপি ১৯ এবং ২০, খতিয়ান নং ২০২, এলআর ৬৩৩৮, ৬৩৩৫, ৬৩৩৭, ৬৩৩৬,,৬৩৩৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : অমর চক্রবর্তী রোড। পূর্বে : পুরসভা পিসিসি রোড। পশ্চিমে : নব কৃষ্ণ এর সম্পত্তি।
সম্পত্তি ৩ : এক দোকান একতলায় ভবনের নাম শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ঢাকা এরিয়া ১৭২.৬৮ বর্গফুট হোল্ডিং নং ১৯৫/জি/১, এ সি রোড মেন, ওয়ার্ড নং ১৬, বহরমপুর পুরসভা অধীন, পো : খাগড়া, **সম্পত্তি শ্রীমতি অর্চনা চৌধুরী এর নামে** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৮৮৭ তারিখ ১৩.০৮.২০০২, মৌজা - খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেএল নং ৯৭, প্লট নং ১৩৭১, ১৪২৫, এলআর ১৮৯৩, ৩৪৯৯ এলওপি ১৯ এবং ২০, খতিয়ান নং ২০২, এলআর ৬৩৩৮, ৬৩৩৫, ৬৩৩৭, ৬৩৩৬, ,৬৩৩৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : অমর চক্রবর্তী রোড। পূর্বে : পুরসভা পিসিসি রোড। পশ্চিমে : নব কৃষ্ণ এর সম্পত্তি।
তারিখ : ১০.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফের পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফের পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিল ইডি। জানা গেছে, ৩ ফেব্রুয়ারি ইডির আধিকারিকরা এই পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার জন্যও ডাকা হয়েছিল। তবে সূত্রের খবর, একাধিকবার নোটিস পাঠানো হলেও তিনি সেখানে হাজির হননি। এরই মধ্যে বুধবার সকালে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর

জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছন। এবং বাড়ির বিভিন্ন ঘর ও নথিপত্র খতিয়ে দেখেন। সকাল থেকেই সেখানে তল্লাশি অভিযান চলে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান চালানোর পর প্রিন্টার হাতে অবশেষে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকরা। ঘটনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এদিন তল্লাশির সময় মনোরঞ্জন মণ্ডল বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না বলে সূত্রের দাবি। তিনি কোথায় ছিলেন? বা কেন বাড়িতে ছিলেন না? তা নিয়েও কোনও তথ্য মেলেনি। তবে সেই প্রিন্টারটি আদৌ মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে কি না? সে বিষয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, তল্লাশিতে ঠিক কী কী উদ্ধার হয়েছে? প্রসঙ্গত, কী কারণে এই তল্লাশি এবং কোন মামলার সূত্রে তদন্ত চলছে, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ইডি। আগামী ১৩ মার্চ দুপুরে কলকাতার ইডির দপ্তরে হাজির দেওয়ার নির্দেশের নোটিস লাগানো হল মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ির দরজায়। সব মিলিয়ে প্রশ্ন এখন একটাই, এই তল্লাশি কি কেবল সতর্কবার্তা, নাকি বড় কোনও তদন্তের ইঙ্গিত? উত্তর মিলবে তদন্তের পরবর্তী ধাপেই।

বদলেছে নিয়ম, গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্কিত বর্ধমানবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় হঠাৎ করেই পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল আমদানি এবং রপ্তানির মাধ্যম হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই ভারতবর্ষে কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল এবং গ্যাসের আকাল সৃষ্টি হয়েছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সাথে সাথে শহর বর্ধমানে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়।

আগে যে দিন গ্যাস বুক করা হতো। সেই দিনই গ্যাস পাওয়া যেত। কিন্তু এখন বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক থেকে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, অন্তত কমপক্ষে ২৫ দিনের আগে বুকিং করা যাবেনা এবং বুকিং করার সাত দিনপর গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিভিন্ন রকম নিয়ম। কোথাও ২৫ দিন তো কোথাও ২৮ দিন। এর আগে বুক করা যাচ্ছে না এবং কোথাও চার দিন কোথাও পাঁচ দিন আবার কোথাও সাত দিনের আগে সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সাধারণ মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গিয়েছে।

অনেকেই জানাচ্ছেন গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একটানা পাঁচ দিন ধরে বুকিং নম্বরে ফোন করার পরেও ফোন নম্বর ব্যস্ত। অধিকাংশ সময় আবার ফোন লাগছে না। ফলে বুকিং হচ্ছে না। আর গ্যাসও পাওয়া যাচ্ছে না এই নিয়ে চরম সংকটে পড়েন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরা। এই অবস্থায় কি করবেন কিভাবে বুক করবেন কিছু বুঝে উঠতে না পেরে, অনেকেই গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে ভিড় করছেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও সদুত্তর মিলছে না বলে অভিযোগ। গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে এ ব্যাপারে জানতে গেলে তারাও এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তারা কিছু বলতে চাইছেন না। এখন এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কি করবেন সেই নিয়েই হতাশ তারা।

বীরভূম জেলার হারভেস্টার বহনকারী ট্রাকগুলির উপর অহেতুক প্রশাসনিক হয়রানি এবং রাস্তাতে চালক ও কর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বীরভূমের জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক এন্ড হারভেস্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার দুপুরে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা।

বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুরে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। বুধবার বালুরঘাটে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক যোগদান কর্মসূচির মাধ্যমে তপন ও বালুরঘাট এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে

সামিল হল। নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। বিজেপিতে যোগ দেওয়া মহিলাদের পক্ষ থেকে রাজশ্রী পাহান বলেন, 'আমরা দীর্ঘ সময় মমতা দিদির পাশে ছিলাম এই আশায় যে, নারী সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা তার কোনও প্রতিফলন দেখিনি। বর্তমানে সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। তাই সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে এবং মোদীজির হাত শক্ত করতেই আজ আমাদের এই যোগদান।' বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, 'সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারের নীতির ওপর আস্থা হারিয়ে মোদীজির উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে চাইছেন। বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক মহিলার যোগদান তৃণমূল স্তরে দলের শক্তি আরও বৃদ্ধি করবে।' আগামী মাসগুলোতে আরও বহু মানুষ পদ্ম শিবিরে যোগ দেবেন বলে আশাবাদী জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যোগদানের বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

গ্যাস অপ্রতুল, ইন্ডাকশন কেনার হিড়িক মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতেই জেলায় জেলায় গ্যাসের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। বন্ধের মুখে একাধিক রেস্তোরাঁ ও হোটেলের রান্নাঘরগুলি। গৃহস্থদের মধ্যেও রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া নিয়ে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত রান্নার ব্যবস্থার যন্ত্রাংশ ইন্ডাকশন কেনার হিড়িক। কথায় বলে, 'কারোর পৌষ মাস, তো কারোর সর্বনাশ।' বুধবার গ্যাস সংকট দেখা দিতেই মালদার বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটারদের দোকানে দোকানে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে গ্রাহকদের। ঠিক অন্যান্য জেলার পাশাপাশি একেবারে চেনা ছবি মালদা জেলারও। গ্রাহকরা জানিয়েছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। বুকিং হচ্ছে না গ্যাস সিলিন্ডার। তারা শহরে থাকেন। গ্যাস না পেলে উনুনে রান্না করবেন কিভাবে! যা পরিস্থিতি জল খেয়ে থাকতে হবে। এদিন মালদা শহরের একাধিক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের দোকানগুলিতেই ইন্ডাকেশন কুকার কিনতে দেখা গিয়েছে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে। মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় এলাকার একটি দোকানে ইন্ডাকেশন কিনতে আসা গৃহবধূ দেবী সাহা, দীপা বর্মন বলেন, কংক্রিটের দোতলা বাড়ি, উঠোন নেই যে মাটি দিয়ে উনুন তৈরি করবো। কাঠ কয়লা, ঘুটে এসব পাব কোথায়? যেই শুনেছি রান্নার গ্যাসের সংকট তৈরি হতে চলেছে। তাই এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ইন্ডাকেশন কিনেই বিকল্প রান্নার ব্যবস্থার করার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া আর কোনো পথ নেই। অন্যদিকে, গ্যাস সংকটে দেখা দেওয়ায় একই রকমভাবে সমস্যায় পড়েছেন জেলার একাধিক হোটেল এবং রেস্তোরাঁ গুলি। যা গ্যাস মজুত রয়েছে তাতে আগামী দু'দিন চলতে পারে তারপর হয়তো বন্ধের মুখে

পড়তে পারে মালদার হোটেল এবং রেস্তোরাঁ গুলি। সেই সঙ্গে পর্যটন শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে বলে আশা প্রকাশ জেলার হোটেল ব্যবসায়ী সংগঠনের। মালদা হোটেল অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, 'বাণিজ্যিক সংকটের যে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ ও ফাস্টফুডের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরাও হোটেলের খাবারের মেনু কমিয়ে দিয়েছি। এরকম ভাবে কত দিন চলবে কিছুই বুঝতে পারছি না। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।' নর্থ বেঙ্গল এন্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৌমেশ চন্দ্র দাস বলেন, 'গৃহস্থদের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে এখনও তেমন সংকট তৈরি হয়নি। তবে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমস্যা রয়েছে। যেভাবে আমরা গ্যাস সিলিন্ডারে সাপ্লাই পাব, সেই ভাবেই সাধারণ গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করতে পারব। এর বাইরে আর আমাদের কিছু করার নেই। সবটাই নির্ভর করছে যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর।'

ঝাড়গ্রামে তুলি হাতে দেওয়াল লিখনে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি ও প্রচারের আবহ। আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবং মানুষের কাছে পৌঁছাতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। সেই প্রেক্ষিতেই ঝাড়গ্রাম শহরের একাধিক এলাকায় দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে দলীয় প্রচার শুরু করল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেনাগেড়িয়া-সহ একাধিক এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেন। দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা' সহ একাধিক রাজনৈতিক স্লোগানও দেওয়ালে লেখা হয়। এদিন হাতে রঙের তুলি নিয়ে দেওয়াল লিখনের কাজে অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দলীয় প্রচারেও অংশ নেন। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানান, 'বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের তরফে সংগঠিতভাবে প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং মানুষের জন্য নেওয়া উদ্যোগগুলির কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আগামী দিনে জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে।' এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা-সহ অন্যান্য তৃণমূল

সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গোবরা জোড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল 'শেষ বসন্ত'। বীরভূম অনুভবে টুলটুল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নৃত্যাঙ্গন বিদ্যানিকেতনের উদ্যোগ ও আয়োজনে বুধবার বিকেলে চারা গাছ লাগিয়ে ও নাচে গানে আবির উড়িয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত বেড়াবেড়িতে সিঙ্গুর ব্লক প্রশাসন ও হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে মলমূত্র পরিশোধন কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এলাকা নিরীক্ষণে বাহিনীর রুট

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ভোটের দিন ঘোষণার অনেক আগেই এবার রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে বাহিনীর রুট মার্চও। বুধবার অন্ডাল থানার উখড়া-সহ কয়েকটি জায়গায় রুট মার্চ করে বাহিনীর জাওয়ানরা। শংকরপুর মোড় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প থেকে বাহিনীর রুট মার্চ শুরু হয়। মাধাইগঞ্জ রোড, বাজপাই মোর, পুরাতন হাটতলা, বাজার-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রুট মার্চ হয়। পথ চলতি মানুষজন, ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বাহিনীর আধিকারিকরা কথাবার্তা বলেন। এলাকার ভোট সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশ জানতে চান তাঁরা। কোনও সমস্যা হলে বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দেন তারা। অন্যদিকে, নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের এলাকা এমনিতেই শান্তিপূর্ণ, ভোট নিয়ে বিশেষ কোনো অশান্তি হয় না। তবে বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটারদের মনোবল আরো বাড়বে।'

কাটোয়ায় গ্যাস বুকিং বন্ধে চরম ভোগান্তি

সার্ভার সমস্যায় গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহর ও আশপাশের এলাকায় রান্নার গ্যাস বুকিং না হওয়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন গ্রাহকরা। গ্যাস বুকিং করতে না পেরে বহু মানুষ ডিলারদের কাছে ভিড় জমাচ্ছেন। মূলত সার্ভার স্লো হয়ে যাওয়া এবং আইভিআরএস ব্যবস্থায় সমস্যার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডিলার সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ গ্রাহকই ইন্ডিয়ান অয়েলের মিসড কল নম্বর ৮৪৫৪৯৫৫৫৫৫৫ অথবা ৭৭১৮৯৫৫৫৫৫৫-এ ফোন করে গ্যাস বুক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সার্ভার সমস্যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বুকিং সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে পরবর্তী গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাবে কি-না তা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ডিলারদের দাবি, বর্তমানে কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, যে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে বা কখনও কখনও ৭, ৮টার পরে সার্ভার কিছুটা স্বাভাবিক হলে বুকিং নেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গ্রাহক যদি শেষ গ্যাস পাওয়ার ২৫ দিনের আগে বুকিং করার চেষ্টা করেন, তাহলে সিস্টেম সেই বুকিং গ্রহণ করছে না।

ডিলারদের আরও বক্তব্য, এলপিজি সিলিন্ডারের অপব্যবহার, ডাইভার্সন বা কালোবাজারি রুখতেই এই নিয়ম করা হয়েছে। যাতে প্রকৃত গ্রাহকেরাই সঠিক সময়ে গ্যাস পান, সেদিকেই নজর রেখে সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে বুকিং সমস্যা চলতে থাকায় কাটোয়ায় সাধারণ গ্রাহকদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে। অনেকেই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

লালপোল সেতুর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: লালপোল সেতুর উদ্বোধন হল বুধবার। লালপোল পাকা সেতু উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, পঞ্চায়েত মেম্বার ও সেচ দপ্তরের অধিকারিকরা। সেতু তৈরি করতে ২ বছর সময় লেগেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলসম্পদ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বিধায়ক তথা মন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে এই সেতু তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে মধ্যমগ্রাম এবং চণ্ডীগড় পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করবে। সেতু নির্মাণ করতে ২,৬৬,৫৭,০০৭.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। সেতু লম্বায় ১৯৮ ফুট। বাঁশের সেতুর পরিবর্তে এই সেতু নির্মাণের ফলে প্রতিদিন অনেক মানুষজন যাতায়াত করতে পারবেন কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।

ব্যাগভর্তি গাঁজা উদ্ধারে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের জয়চণ্ডী পাহাড় রেল স্টেশনে ১৮১৮১ এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে দিল্লির এক যুবকের ট্রলি ব্যাগ থেকে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। যুবকের ব্যাগ খুলে তল্লাশি করতেই আরপিএফ কর্মীদের নজরে পড়ে ব্যাগের জামাকাপড়ের নীচে ৬টি প্যাকেটে ৭কেজি গাঁজা রাখা রয়েছে। ধৃত ওই যুবকের নাম কৃষ্ণা কুমার। তার বাড়ি পূর্ব দিল্লির শাকরপুর এলাকায়। পরে ওই যুবকটিকে আদ্রা আরপিএফ আদ্রা জিআরপি'র হাতে তুলে দেয়। এই বিপুল পরিমাণ মাদক ওই যুবকটি কোথা থেকে আনছিল ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে আরপিএফ।

যুব নেতার স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উখড়া নবভারতী সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। বুধবার শিবিরটি হয় বাজপাই মোড় সংলগ্ন ক্লাব প্রাঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। ক্লাব সম্পাদক রাজু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন শিবিরে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। রক্তদান করেন ২৭ জন।' সংগৃহীত রক্তদান করা হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। রাজু বাবু বলেন, 'প্রয়াত ক্লাব সদস্য নয়ন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে প্রতিবছর এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়।'

সমাজে নারী শক্তির জন্য সম্মানিত স্বপ্না কোনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ও বাঁকুড়া অখিল ভারতীয় টেরাপন্থ মহিলা মণ্ডলের গুসকরা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমলনগর অন্য কুঠির সেবা সমিতির সম্পাদিকা স্বপ্না কোণারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংস্থার সম্পাদিকা বর্ষা মারোথি ও সভাপতি উর্মিলা দেবী মারাঠি জানান, সমাজের নারী শক্তির পাশে যেভাবে উনি দীর্ঘ সময় থেকেছেন তার জন্য এই সম্মান প্রদর্শন।

গাঁজা-সহ ধৃত চালক-খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভোটের আগে অবৈধ মাদক পাচার রুখতে জোরদার নজরদারি চালাচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন। তারই মধ্যে বড়সড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশির সময় একটি লরি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় লরির পুলিশ লরির চালক নিতাই বর্মন, ইটাহারের বাসিন্দা এবং খালাসি রাজা দাস সন্দেশখালির বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা অন্য রাজ্য থেকে এনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

ভাবাদিঘির জট কাটতেই রাজনৈতিক লড়াই শুরু

রেল চালু হলে কৃতিত্ব কার?

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগেই আবার নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে বহু প্রতীক্ষিত তারকেশ্বর, বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের ভাবাদিঘি পর্ব। দীর্ঘদিন ধরে জমি ও জলাশয় সংক্রান্ত জটিলতার কারণে থমকে থাকা এই প্রকল্পের কাজ আবার শুরু হয়েছে প্রশাসন ও গ্রামবাসীদের আলোচনার ভিত্তিতে। এখন বড় প্রশ্ন, ভোটের আগেই কি ভাবাদিঘির উপর দিয়ে রেল চলবে? ভাবাদিঘির জট কাটানো নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই ইস্যুকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা শুরু করেছে। বিশেষ করে গোঘাট বিধানসভা এলাকায় এই রেল প্রকল্পের প্রভাব যে যথেষ্ট তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কোনও দ্বিমত নেই। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশের পরই জেলা প্রশাসন গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করে। সেই প্রক্রিয়ার পর রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে কাজ এগিয়েও চলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা বাড়ছে, ভোটের আগে যদি রেল চলাচল শুরু হয়, তবে তা রাজ্য রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে উঠতে পারে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রকল্পের কৃতিত্ব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি, দুই দলই সরব হতে পারে। কারণ, তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হলে তা শুধু পরিবহণের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক সমীকরণেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাবাদিঘি এলাকায় বর্তমানে বিজেপির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। সেই কারণে ভোটের আগে রেল চালু হলে বিজেপি এই ইস্যুকে বড় করে প্রচারে ব্যবহার করতে পারে। কারণ কেন্দ্রের রেল মন্ত্রক বিজেপির নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ ভাবাদিঘির জট কাটানোর কৃতিত্ব দাবি করে এলাকায় পোস্টার দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে বিজেপির এক স্থানীয় নেতা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা রেল প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র সরকার চাইছে দ্রুত কাজ শেষ করে মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে। ভাবাদিঘির মানুষ বহু বছর ধরে রেলের অপেক্ষায় আছেন।' অন্যদিকে এই দাবিকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের এক নেতা দাবি করেন, 'ভাবাদিঘির সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য প্রশাসনই গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছে। রাজ্যের উদ্যোগ ছাড়া এই কাজ এগোনো সম্ভব হত না। এখন বিজেপি শুধু কৃতিত্ব নেওয়ার রাজনীতি করছে।'

এদিকে ভাবাদিঘি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্দোলনের ফলেই বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

কংগ্রেসের শেহজাদা দেশের অগ্রগতি দেখতে পান না: মোদী

এর্নাকুলাম, ১১ মার্চ: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কেরলের এর্নাকুলামের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেসের শেহজাদা দেশের অগ্রগতি দেখতে পান না। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কংগ্রেসের কেরলমের যুবসমাজের ওপর, দেশের যুবসমাজের সম্ভাবনার ওপর কোনও আস্থা নেই। কংগ্রেসের রাজপুত্র জানেনই না যে, ভারতের যুবসমাজ এখন ড্রোন তৈরিতে কতটা অসাধারণ কাজ করছে। কংগ্রেস নেতা জানেনই না, ভারতের অনেক কোম্পানি ড্রোন তৈরি করছে। তিনি জানেনই না যে কেরলমের তরুণ স্টার্টআপগুলি ড্রোন তৈরি করছে। যারা তাদের নিজস্ব ছোট বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ তারা দেশের উন্নয়ন দেখতে পাবে না।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'বিকশিত কেরলমের জন্য সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হল পর্যটন, প্রতিভা এবং প্রযুক্তির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা। কিন্তু একবিংশ শতাধীর প্রথম ২৫ বছরে, এলডিএফ এবং ইউডিএফ কেরলমকে তার যুব সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এখন পশ্চিম এশিয়ায় কী ঘটছে তা নিয়ে আপনাদের সকলেরই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোন সেখানে কাজ করেন। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, এখন বিজেপি-এনডিএ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। যখনই আমাদের কোনও দেশবাসী সমস্যায় পড়েছেন, আমরা তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছি।'

অন্যদিকে, বছরের পর বছর ধরে মৎস্যজীবীদের উপেক্ষা করেছে কেরলমের পূর্ববর্তী সরকার। বুধবার কেরলের কোচিতে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন কোচিতে অখিল কেরালা ধীবর সভার সুবর্ণ জয়ন্তী সঙ্গমে যোগ দেন। সেখানে মৎস্যজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারগুলি কয়েক দশক ধরে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করেছে। তবে, এখন, এনডিএ সরকার তাঁদের উন্নতি করছে এবং সীমাহীন ক্ষমতায় উন্নীত করছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা এবং নীল অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা স্বীকৃতি দিয়েছে। বিজেপি-এনডিএ সরকারই একটি পৃথক মৎস্য মন্ত্রক তৈরি করেছে। তাদের মূলধারায় আনার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনার আওতায়, কেরলমের জন্য প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এলডিএফ ও ইউডিএফ কেরলমের অনেক ক্ষতি করেছে, বুধবার কেরলের এর্নাকুলামের এক জনসভায় এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ও বামপন্থীরা দেশকে বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল করে তুলেছে। এখন তাঁরা একসঙ্গে গুজব ছড়াচ্ছে। যুদ্ধের এই সময়েও, কংগ্রেস, বামপন্থীরা এবং তাদের বাস্তুতন্ত্র দেশে ভয় তৈরিতে নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে। আমি দেশকে বলব কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের দ্বারা ছড়ানো গুজব সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকুন।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন এর্নাকুলামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ইউডিএফ এবং এলডিএফ ক্ষমতায় আসার ধরণ কেরলমে অনেক ক্ষতি করেছে। তারা মনে করে ৫ থেকে ১০ বছর পর তারা আবার ক্ষমতায় আসবে, তাই তারা কেরলমের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে না। এরাই দুর্নীতির একটি কারণ। এই কারণেই এখানে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বন্ধ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেরলমের উন্নয়নের জন্য, এই ধারা ভাঙতে হবে। সেইজন্যই এখানে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠন করা উচিত। আপনারা কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের ৭০ বছরেরও বেশি সময় দিয়েছেন। এখন একটি সুযোগ দিন যাতে বিজেপি-এনডিএ আপনাদের সেবা করে।'

সব ধরনের বিমানে 'ফুয়েল সারচার্জ' বসাল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: আকাশপথে ভ্রমণের খরচ আরও বাড়তে চলেছে। পশ্চিম এশিয়ার অস্থির ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্ববাজারে বিমান জ্বালানির লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির জেরে বড় সিদ্ধান্ত নিল এয়ার ইন্ডিয়া ও তাদের সহযোগী উড়ান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস । সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১২ মার্চ থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, সব ধরনের উড়ানেই বাড়তি 'ফুয়েল সারচার্জ' দিতে হবে যাত্রীদের।

উড়ান সংস্থাগুলির মোট পরিচালন ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশই খরচ হয় জ্বালানিতে। বর্তমানে সংঘর্ষের আবহে বিমান জ্বালানির দাম লাফিয়ে বেড়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও আকাশছোঁয়া দামের যে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে, তা সামাল দিতেই যাত্রীদের ওপর এই সারচার্জ আরোপ করা হচ্ছে।

সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী, ১২ মার্চ থেকে বুক করা প্রতিটি ডোমেস্টিক বা ঘরোয়া উড়ানের টিকিটে অতিরিক্ত ৩৯৯ টাকা ফুয়েল সারচার্জ দিতে হবে। এই একই নিয়ম কার্যকর হবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা 'সার্ক' ভুক্ত দেশগুলির সংযোগকারী বিমানের ক্ষেত্রেও। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রুটেও জ্বালানি সারচার্জে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। গন্তব্য অনুযায়ী এই চার্জের পরিমাণ আলাদা হবে।

পশ্চিম এশিয়ার বিমানে প্রতি টিকিটে ১০ ডলার সারচার্জ নেওয়া হবে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই চার্জ ৩০ থেকে বেড়ে ৯০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উড়ানে ২০ থেকে ৬০ ডলার পর্যন্ত সারচার্জ ধার্য করা হয়েছে। ১২ মার্চ থেকে সিঙ্গাপুরে যাতায়াতকারী বিমানেও এই সংশোধিত সারচার্জ কার্যকর হবে। বর্তমানে ওই রুটে কোনও জ্বালানি সারচার্জ নেওয়া হয় না বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই চার্জ আবার পর্যালোচনা করা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

ফুকেত বিমানবন্দরে হার্ড ল্যান্ডিং করতে হল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে

ফুকেত ও হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের হায়দরাবাদ থেকে ফুকেতগামী বিমান নোজ হুইলের সমস্যায় বুধবার ফুকেত বিমানবন্দরে হার্ড ল্যান্ডিং করে। উড়ানের সামনের চাকা জ্যাম হয়ে যাওয়ায় ওই উড়ান কার্যত সামনের চাকা ঘষতে ঘষতে নামে বিমানবন্দরে। ওই ঘটনায় রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমানটিকেও রানওয়ে থেকে সরানো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বিমানের সামনের নোজ হুইলের ক্ষতি হয়েছে। ফুকেতগামী বিমানটিতে ১৩১ জন যাত্রী এবং ৭ জন বিমান কর্মী ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে দুই শিশুও ছিল। তবে যাত্রীদের সকলেই নিরাপদ। এর পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নোটাম জারি করে দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওই বিমানবন্দর বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করে। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়ানের মেরামতি চলছে।

আধুনিক যুদ্ধজাহাজ থেকে ক্রুজ মিসাইল ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

ইস্তাম্বুল/পিয়ংইয়ং, ১১ মার্চ: বিগত ১২ দিন ধরে পশ্চিম এশিয়ায় চলা আমেরিকা, ইজরায়েল এবং ইরানের সংঘাতের আবহে এবার পূর্ব এশিয়ায় নতুন করে সামরিক উত্তাপ ছড়ালো। নিজেদের সামরিক শক্তির আস্ফালন ঘটিয়ে আবারও শক্তিশালী ক্রুজ মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন নতুন একটি ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ (ডেস্ট্রয়ার) থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়াটি ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেন। আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার প্রতিবাদে পিয়ংইয়ংয়ের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে একটি কড়া সতর্কতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তুরস্ক এবং চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার উত্তর কোরিয়া তাদের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলের নামফোর কাছে অবস্থিত 'চো হ্যোন' ডেস্ট্রয়ার থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি উৎক্ষেপণ করে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি পীত সাগরের (ইয়েলো সি) ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট পথে উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে সফল ভাবে আঘাত হানে। পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পর কিম জং উন সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, তাঁদের দেশের পরমাণু শক্তি এখন বহুমাত্রিক অপারেশনের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তিনি কৌশলগত সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতার ওপর জোর দিয়ে যুদ্ধজাহাজে বসানো নৌ-স্বয়ংক্রিয় কামানের দক্ষতা যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। কেসিএনএ-এর তথ্যমতে, কিম তাঁর কিশোরী কন্যাকে নিয়ে একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে এই মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। উল্লেখ্য, গত সোমবার থেকে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া ১১ দিনব্যাপী যৌথ সামরিক মহড়া ফ্রিডম শিল্ডক্ষ্ম শুরু করেছে। উত্তর কোরিয়া দীর্ঘকাল ধরেই এই জাতীয় মহড়াকে তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য করে এর তীব্র সমালোচনা করে আসছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর কোরিয়ার এই দূরপাল্লার ক্রুজ মিসাইলগুলি প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। এর ফলে জাপানের অধিকাংশ এলাকা এবং সেখানে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিও পিয়ংইয়ংয়ের নিশানায় চলে আসতে পারে। ক্রুজ মিসাইলগুলি তুলনামূলক কম উচ্চতা দিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে উড়তে পারে বলে এদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিকাংশ নিষেধাজ্ঞা মূলত ব্যালিস্টিক মিসাইলের ওপর থাকায়, ক্রুজ মিসাইল পরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়া সরাসরি কোনও আন্তর্জাতিক আইনি জটিলতায় পড়ছে না।

বস্তারে আত্মসমর্পণ ১০৮ জন মাওবাদীর

রায়পুর, ১১ মার্চ: মাওবাদী-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের মিলল বড়সড় সাফল্য। বুধবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করলো ১০৮ জন মাওবাদী। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মাথার দাম ছিল ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে নকশালমুক্ত ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে একসঙ্গে ১০৮ জন মাওবাদী এদিন সুরক্ষা বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করে। অস্ত্র রেখে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ১০৮ জন মাওবাদী। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণ করা ১০৮ জন মাওবাদীর মধ্যে বিজাপুর থেকে ৩৭ জন, দান্তেওয়াড়া থেকে ৩০ জন, সুকমা থেকে ১৮ জন, বস্তার থেকে ১৬ জন, নারায়ণপুর থেকে ৪ জন, কাঙ্কের থেকে ৩ জন। সকলেই দন্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য।

দুবাইয়ে আটকে পড়া নেপালি যাত্রীদের ফেরাতে বিশেষ উড়ানের প্রস্তুতি

কাঠমান্ডু, ১১ মার্চ: দুবাই বিমানবন্দরে আটকে পড়া নেপালি যাত্রীদের দেশে ফেরাতে বিশেষ উড়ান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেপাল এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন (এনএসি)। বুধবার রাতেই কাঠমান্ডু থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ বিমান রওনা দেবে। এনএসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঠমান্ডু থেকে বিশেষ বিমানটি রাত ১১টা ১৫ মিনিটে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ওই বিমানে নেপাল থেকে কিছু যাত্রী দুবাই পৌঁছবেন এবং সেখানকার আটকে পড়া যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি বৃহস্পতিবার নেপালে ফিরে আসবে। এনএসির কার্যনির্বাহী পরিচালক অমৃতমান শ্রেষ্ঠ জানিয়েছেন, মার্কিন-ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর আটকে পড়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে প্রায় ১২ দিন পর প্রথমবার এই বিশেষ উড়ান চালু করা হচ্ছে। এদিন প্রায় ২৮০ জন যাত্রী কাঠমান্ডু থেকে দুবাই যাবেন। তিনি জানান, এই বিশেষ উড়ানের মূল উদ্দেশ্য দুবাইয়ে আটকে পড়া নেপালি যাত্রীদের নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। এনএসি আরও জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চের মধ্যে টিকিট কেটে যাত্রা করতে না পারা যাত্রীদেরই এই বিশেষ উড়ানে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে। যাত্রীদের যাত্রার আগে নিজেদের টিকিট পুনরায় এনএসির সঙ্গে নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয়েছে। উড়ান সূচি আরএ-২২৯ (কাঠমান্ডু-দুবাই) বুধবার রাত ১১১৫। আরএ-২৩০ (দুবাই-কাঠমান্ডু) বৃহস্পতিবার ভোর ৪১০।

ময়দান

'ভারত যে কোনও পিচেই রান করতে পারে', সমালোচকদের কটাক্ষ গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের ধারাবাহিক বড় রানের পারফরম্যান্স ঘিরে পিচ বিতর্কে সরব হলেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। অনেকের অভিযোগ ছিল, ভারতীয় দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে বিশ্বকাপে এমন উইকেট তৈরি করা হয়েছিল যেখানে ব্যাটসম্যানরা সহজেই বড় রান করতে পারেন। তবে এই অভিযোগকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন গম্ভীর। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর স্পষ্ট জানান, ভারতীয় দলের মতো শক্তিশালী দলের জন্য আলাদা করে সুবিধাজনক পিচ বানানোর কোনও প্রয়োজনই নেই। তাঁর মতে, ভারতের সাফল্যকে খাটো করার জন্যই কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে পিচ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করছেন। গম্ভীর বলেন, ভারত এমন একটি দল, যারা যে কোনও পরিস্থিতিতেই বড় স্কোর করতে সক্ষম। তাই বিশেষভাবে সুবিধাজনক উইকেট তৈরির কথা ভাবারও প্রশ্ন ওঠে না। ভারতীয় কোচ আরও মনে করিয়ে দেন যে, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পিচ প্রস্তুতির দায়িত্ব থাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের উপর। সেই কারণে পিচ তৈরির বিষয়টি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। গম্ভীর বলেন, আইসিসির প্রতিযোগিতায় পিচ প্রস্তুতির সম্পূর্ণ তদারকি করে আইসিসি, বিসিসিআই নয়। তাই এই ধরনের অভিযোগ বাস্তবসম্মত নয় বলেই মনে করেন তিনি। নিজের বক্তব্যকে আরও জোরালো করতে গম্ভীর একটি ম্যাচের উদাহরণও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারত ঘূর্ণি সহায়ক উইকেটেও প্রায় ১৮০ রান তুলেছিল। অথচ একই পিচে অন্য দলগুলো ১৪০ রানের আশপাশেই আটকে যাচ্ছিল। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। তখন কিন্তু কেউ পিচ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। সব মিলিয়ে গম্ভীরের বক্তব্য, পিচ নিয়ে অযথা বিতর্ক না করে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাঁর মতে, ভারতীয় দলের সাফল্যের আসল কারণ তাদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স।

ঘোষিত আইপিএল সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার ঘোষণা করা হল আইপিএলের ১৯তম সংস্করণের প্রথম পর্বের সূচি। আপাতত ১২ এপ্রিল পর্যন্ত কোন কোন ম্যাচ হবে, সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম খেলা ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। রপর ২ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামবে তারা। পরের দুটি ম্যাচও ঘরের মাঠেই খেলবে কেকেআর। ৬ এপ্রিল পঞ্জাব কিংস এবং ৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলবে অজিঙ্কা রাহানের দল। আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার দিনক্ষণ অনুযায়ী বাকি সূচি নির্ধারণ করা হতে পারে।

এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়র ভবানীপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল। ভবানীপুরের হয়ে গোল করেছে শুকদেব মোহালি, অনন্ত মাল ও মনোজিত তিরকে। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোল অর্ণাভ ছেত্রীর।

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 14/EN/SPS/2025-2026(2ND CALL, (Fund 15th CFC) (Sl No 01 to 11) Dated:- 10/03/2026. The last date of online submission of tender is 17/03/2026 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Executive Officer,
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 13/EN/SPS/2025-2026(2ND CALL, (Fund 15th CFC) (Sl No 01 to 23) Dated:- 10/03/2026. The last date of online submission of tender is 16/03/2026 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/ Enit-6/2025-26 dated 09/03/2026
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is 25.03.2026.
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Dev. Officer,
Suri-II Dev. Block, Birbhum

1) offline Short Sealed BID-06 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for (i) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Domkal PS (phase-II), 5 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D. from contractor having credential of doing such type work in any Govt Organization. Date of Publication of BID:- 11.03.2026. Last date and time of application for quotation documents :- 12.03.2026 Upto 2:00 p.m. Last Date and time of issuance of Quotation documents:- 12.03.2026 upto 2.30 pm. Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- 12.03.2026 Upto 4:30 p.m. Opening of the Quotations:- 12.03.2026 upto 5.00 PM. The details can be obtained from the website http://www.wbpwd.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রুপায়নের জন্য (15th FC হইতে) যে দরপত্র আহ্বান করছেন, তাহার। NIT No: 10/15th FC/DB GP/2025-26, 11/15th FC/DB GP/2025-26, 12/15th FC/DB GP/2025-26, Dated: 11/03/2026 বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
প্রধান
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/MP LAD/ NIT-61/2025-2026
Memo No:-4683/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.03.2026
Number of Work:-1 (One) Sl. No. 1-
Name of work: CONSTRUCTION OF GALLERY AT S.D.S.A at Bolpur.
Last Date-of Submission 18.04.2026 at 9:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
WBMAD/ULB/BM/PW/PM-ABHIM Fund/NIT- 62/2025-2026
Memo No:-4684/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.03.2026
Number of Work:-2 (Two) Sl. No. 1-2
Name of work: Construction & Renovation of existing building to set up Urban Health & Wellness Centre (UH & WC) at Goalpara in Ward No. 01&Sriniketan more, Surul in 04 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 02.04.2026 at 6:00 PM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-Chairman
Bolpur Municipality

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIT No.- 06/KGP/2025-26 of 15th FC. of 15th F.C Memo No.:- 73/1(12)/KATA, Date:- 11-03-2026. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT 12/03/2026 AT 10:00 A.M. Last date of submission of bid (online) 18/03/2026 UP TO 05:00 P.M.
Intending bidders may download tender documents from htpp://wbtenders.gov.in or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

Quotation & e-Tender
Quotations are invited for A) purchase and installation of ERP software, B) Server for Hoisting ERP, C) recruitment of Laboratory, Library and Lady attendants through registered agency only, D) construction of Zn-Al coated steel roofing shed, E) Annual Rate Contracts for 1) electrical items, 2) plumbing and sanitary items and 3) computer accessories, AMC for F) plumbing and sanitation work and G) Auctions for 1) damaged computers and 2) iron (building scrap). Interested plumbers/ contractors can visit and check before submitting auctions in sealed envelope within 25.03.2026. For details visit college website www.sammilanimahavidyalaya.ac.in E-tenders (2nd calls) are invited for 1) laboratory Equipment, 2) Multigym Equipment 3) AC machines within 25.03.2026. For submitting e-tenders visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya,
Kolkata

Office of the
Herambagopalpur Gram Panchayat
Patharpratima Block,
South 24 Parganas,
NOTICE INVITING TENDER
Online eTender is invited from the bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.- https://wbtenders.gov.in NIT No– 25/115/ XV FC–UNTIED/NIT/HGP/2026 to 26/116/ XV FC–UNTIED/ NIT/HGP/ 2026, Dt – 10.03.2026 (Fund -:XV FC – UNTIED) & NIT No–27/117/ XV FC–TIED/ NIT/HGP/2026 to 29/119/ XV FC–TIED/ NIT/HGP/2026, Dt–10.03.2026 (Fund -: XV FC–TIED), Last date of bid submission- 23.03.2026, Date of opening - 25.03.2026. For details Pl. contact the Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat, South 24 Parganas.
Sd/- Pradhan
Herambagopalpur G.P

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2157/25-26 Dated 11.03.2026	Construction of Concrete Road near Manikpur Harisava and near Ramdhon Bose road at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,88,603.00

Bid Submission end date: 27.03.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published E-tenders in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to CONSTRUCTION OF TWO SEATER PUBLIC TOILET (Civil and Electrical) ALONG WITH TWO URINALs at Ward 10 and 13 under Dum Dum Municipality, SBM vide memo no 1663/DDM/GEN/25-26, Dtd 10/03/2026. The Last date for dropping Bids is 19/03/2026. Technical Bids opening is on 21/03/2026
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

TENDER
E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. NIET NO. 05/15thCFC (UNTIED) (10)/ 2025-2026/BT-1/5e, 06/15thCFC (TIED) (10)/ 2025-2026/BT-1/6e, Last date of submission 12.03.2026 up to 10a.m. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2158/25-26 Dated 11.03.2026	Construction of Surface Drain at Srabani Complex and Goutam para road at Ward No- 16 under Rajpur Sonarpur Municipality..	Rs.1,63,222.00
WBMAD/ULB/ RSM/2159/25-26 Dated 11.03.2026	Upgradation of concrete road at D.N. street at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.1,48,298.00

Bid Submission end date: 19.03.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 16/EN/SPS/2025-2026(2ND CALL, (5th SFC) (Sl No 01 to 09) Dated:- 10/03/2026. The last date of online submission of tender is 17/03/2026 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Executive Officer,
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 15/EN/SPS/2025-2026(2ND CALL, (5th SFC) (Sl No 01 to 02) Dated:- 10/03/2026. The last date of online submission of tender is 17/03/2026 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Executive Officer,
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
CORRIGENDUM NOTICE
The Bid Submission Closing Date is extended up to 1.00 PM on 14.03.2026 and Bid Opening Date will be 16/03/2026 after 1.00 PM for the following tenders.

Tender Ref. No.	Tender ID:
WBDMC/COMM/PW/NIT-141/25-26 (4th Call)	2026_MAD_1015213_1
WBDMC/DRGSW/NIT-76/25-26	2026_MAD_1015093_4
WBDMC/COMM/PW/NIT-268/25-26 (2nd Call)	2026_MAD_1011231_1
WBDMC/DRGSW/NIT-76/25-26	2026_MAD_1015093_1
WBDMC/COMM/PW/NIT-263/25-26 (2nd Call)	2026_MAD_1005525_1
WBDMC/COMM/PW/NIT-137/25-26 (4th Call)	2026_MAD_1005581_1
WBDMC/COMM/PW/NIT-315/25-26	2026_MAD_1012293_1

The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

ফুটবলার সক্রেটিস, চিকিৎসক সক্রেটিস

ডাঃ শামসুল হক

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ হিসাবে ই আমরা চিনি তাঁকে। ফুটবল ময়দানে তিনি যেমন ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন খেলোয়াড়। চিকিৎসা জগতেও ঠিক তাই। শুধু তাই নয়, ইচ্ছে করলেই তিনি আবার হতে পারতেন একজন রাজনৈতিক নেতাও । সুতরাং মানুষটি যে কোনটাকে ধরবেন আর কোনটাকে ছাড়বেন সেটা ভাবতে গিয়েই বিভিন্ন সময়ে অনেক দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের ও মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। বলাই বাহুল্য, নিজস্ব প্রতিভার সবকটা স্তম্ভকেই একসঙ্গে আঁকড়ে না ধরে যদি একটা মাত্র অবলম্বনের উপর ভর করেই তিনি এগিয়ে চলার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো মানুষের মনের মধ্যে আরও গভীরভাবে স্থান করে নেওয়াও সম্ভবপর হতো তাঁর কাছে । তবে চিকিৎসাকর্ম এবং ফুটবল মূলতঃ এই দুয়ের নেশাই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন। রাজনীতির বিষয়টিকে তিনি তেমন একটা গুরুত্ব না দিলেও প্রয়োজনের তাগিদে সেই ব্যাপারে তাঁকে নামতে হয়েছিল একেবারে মাঠে ময়দানেও । তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন,সেই অঙ্গনে তিনি নিজেকে কখন ই একশো শতাংশ সমর্পিত করেননি বলেই নিজস্ব নেশা এবং পেষায় একটু বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

তিনি ফুটবলের কিংবদন্তি শিল্পী সক্রেটিস। ব্রাজিলের একজন অতি প্রসিদ্ধ ফুটবলার হিসেবেই চেনেন তাঁকে খেলাপাগল মানুষেরা।১৯৭৪ সালে ফুটবলের ময়দানে প্রথম পা ফেলেন তিনি। তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স তাঁর। মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া, কিন্তু তবুও পড়াশোনার ই ফাঁকে একটু সময় বের করে নেন কেবলমাত্র ফুটবলেরই জন্য। আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে ওঠেন খেলার মাঠের অন্যতম স্তম্ভও । তাইতো সেইসময়ের ব্রাজিলের অন্যতম ক্লাব বোটাফোগাতে ডাক ও পান তিনি।

সেই ক্লাবেই এক নাগাড়ে পাঁচ পাঁচটা বছর খেলে গেছেন সক্রেটিস। এর ই মধ্যে পায়ের যাদুতে তিনি মোহিত করে রেখেছিলেন নিজস্ব ক্লাবের নবীন ও প্রবীন সদস্য সহ স্থানীয় সকল ফুটবল প্রেমীদেরই । সেইসময় ক্লাবের প্রধান নিউক্লিয়াস ও হয়ে ওঠেন তিনি।

তারপর ই তাঁর উপর চোখ পড়ে ব্রাজিলের অন্য আর এক প্রতিষ্ঠিত ফুটবল ক্লাব কারিন্থিয়াসের। সেই ক্লাবের কর্মকর্তারা তাঁকে টেনে নেন নিজেদের দলে । আর নতুন দলের নতুন মাঠের সবুজ গালিচায় পা মিলিয়ে সক্রেটিস ও তখন প্রকাশ করতে শুরু করেন ফুটবলের নতুন নতুন শিল্পকলাও।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ব্রাজিলের জাতীয় দলের নির্বাচকদের ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৭৯ সালেই স্থান পান সেখানেও।দু এক বছরের মধ্যেই হয়ে ওঠেন দেশের জাতীয় দলের অধিনায়ক ও । ছয় ফুট চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সুদর্শন এক যুবক। মুখে হালকা দাড়ি , মাথায় রিবন। মাথা থেকে একেবারে কাঁধ অবধি বিস্তৃত কোঁকড়ানো একগুচ্ছ সোনালী চুলের সমাহার। যেন স্বপ্নেরই ফেরিওয়ালা, স্টাইল আইকন।

সেইসময় জাতীয় দলের ছত্রছায়ায় নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য খেলোয়াড়দের ও দিতে থাকেন প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং অতি অবশ্যই উৎসাহও । বিশ্বকাপের প্রত্যেকটা খেলায় জয়লাভের আশায় সকলে আশাবাদীও হয়ে ওঠেন।

অবশেষে এসে যায় ১৯৮২ র সেই মহারণ। বিশ্বকাপ ফুটবলের সেটি ছিল দ্বাদশতম আয়োজন। স্পেনের বিভিন্ন মাঠে আয়োজিত সেই ক্রীড়াপ্রতিযোগীতা শুরু হয় ১৯৮২ সালের ১৩ই জুন। চলেছিল ১১ই জুলাই পর্যন্ত। অংশগ্রহণ করেছিল মোট ২৪ টা দেশ। কিন্তু অত্যন্ত উন্নত মানের ফুটবল উপহার দিয়েও তাঁর দেশ সেই বছর ফাইনালে উঠতে পারেনি । তাই মনেমনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন সক্রেটিস। কারণ সেই

প্রতিযোগিতায় দেশের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল তাঁকেই । তাই শূণ্য হাতে দেশে ফেরার পর মনে মনে লজ্জিত ও হয়েছিলেন তিনি।

তারপর আসে ১৯৮৬ র বিশ্বকাপ। আবার আশায় বুক বাঁধেন সক্রেটিস।সেটা ছিল বিশ্বকাপ ফুটবলের ১৩ তম আয়োজন। সব খেলা হয়েছিল মেক্সিকোতে । ২৪ টা দেশের ই খেলা। চলেছিল ৩১ শে মে থেকে ২৯ শে জুন পর্যন্ত। সেবার ও ব্রাজিল ব্যক্তিগতভাবে দর্শকদের খুব উন্নতমানের ফুটবল ই উপহার দিয়েছিল। কিন্তু দলের ই দুর্ভাগ্য, সেবার ও মূল লড়াই থেকে ছিটকে যায় ব্রাজিল। সেই বছর সক্রেটিস অবশ্য দেশের অধিনায়ক ছিলেন না। কিন্তু সেবার ও হারের গ্লানি মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারেননি তিনি। ফলে সেইসময় ফুটবলের প্রতি মনে মনে একটা বিতৃষ্ণা অনুভব ও করেন এবং একসময় ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ও নিয়ে ফেলেন তিনি।

১৯৮৬ র বিশ্বকাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনার সেই বিখ্যাত ফুটবলার দিয়াগো মারাদোনাকে নিয়ে চলেছিল তুমুল মাতামাতি। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও সক্রেটিস তাঁর নিজস্ব সম্মানটুকু পাওয়া থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হননি। সেই বছরই গোল্ডেন ব্যাক হিল এই উপাধিতে ভূষিত করা হয় এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারকে। ১৯৮৬ র বিশ্বকাপ ফুটবলে সক্রেটিসের এই পিছিয়ে পড়া নিয়ে সমালোচকরা অবশ্য অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান ও দিয়েছেন। সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সেই আয়োজনে তাঁর মনটা ফুটবলের সীমানা থেকে ছিটকে পড়েছিল অনেকখানিই । তার সঙ্গত অনেক কারণ ও অবশ্য ছিল। কারণ সেইসময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আর্বিভূত হতে হয়েছিল তাঁকে। সেটা ১৯৮৪ সালের কথা। সমগ্ ব্রাজিল ই তখন ছিল সামরিক শাসকদের ই অধীনে। সামনে তখন আবার ছিল নির্বাচনের হাতছানি। নির্বাচনের সব হিসেব ওলটপালট করে দিয়ে সামরিক শাসনের হাত থেকে তখন মুক্তিলাভের ই উপায় খুঁজছিলেন সমগ্র ব্রাজিলবাসী। তাই সকলেই চাইছিলেন অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের। নায্য অধিকারের দাবিতে সকলে পথেও নেমেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের যোগ্য সহায়তাও দিচ্ছিলেন।

সক্রেটিস ও সেইসময় নিজেকে আর বদ্ধ ঘরে আটকে রাখতে পারেননি। চিকিৎসা আর ফুটবলের জগত ছেড়ে তিনিও নেমে পড়েছিলেন রাজনীতির ই মঞ্চে । দেশের কোটি কোটি জনগণ তখন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রাজিলের ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের ক্লাবহাউসের কাছে যে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে সামরিক জান্তা সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে এক জ্বালাময়ী ভাষণে সকলকে তুষ্ট করতে সক্ষম ও হয়েছিলেন তিনি। তাই অনেকেই মনে করেন সেইসময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই রাজনীতিতে তাঁর সেই অনুপ্রবেশ তাঁর ফুটবল জীবনের উপর একটু প্রভাব ফেলেছিল বৈ কি !

১৯৮৬ র বিশ্বকাপ ফুটবলের পর সক্রেটিস পুরোপুরিভাবেই বিদায় নিয়েছিলেন মাঠ ও ময়দানের জগত থেকে। আর সেই ঘটনায় শুধু যে ব্রাজিলের মানুষজনই আশাহত হয়েছিলেন তাই নয়, দুঃখ পেয়েছিলেন বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী সমস্ত জনগণই ।

সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ডাক্তার সক্রেটিস এবার মন বসান নিজ পেষায়। চিকিৎসক হিসেবেও তিনি মোটেও হেলাফেলার ছিলেন না। সাইক্রিয়াটিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। তাই ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পর মানবসেবার কাজে সেই মানুষটি যে কতখানি সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন অনুমান করা যায় সেটাও। আর সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন বেশ নিষ্টার ই সঙ্গে। মহানুভব এই মানুষটি কিন্তু খুব বেশি আয়ু নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। ১৯১১ সালের ৪ ডিসেম্বর হঠাৎই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।তার আগে অবশ্য ফুড পয়জনিং হয়েছিল তাঁর। সঙ্গে ছিল যকৃতের সমস্যাও। দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র ৫৭ বছর বয়সেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। ফুটবলার সক্রেটিস চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে রেখে গেছেন অনেক জিজ্ঞাসাই । তিনি যে সত্যি সত্যিই এক রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। কখনও পায়ের যাদুতে তিনি মোহিত করে রেখেছিলেন ফুটবল প্রেমীদের মনপ্রাণ। আবার কখনও বা মানসিক অবসাদের শিকার হ ওয়া অসহায় রোগীদের যুগিয়েছেন অফুরন্ত প্রেরণা। নিয়েছেন সঠিক চিকিৎসার দায়িত্বভারও । শুধু কি তাই? একজন গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ হিসেবে তিনি হাজির হয়েছিলেন রাজনীতির মঞ্চেও । জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধেও। শিখিয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেও।

ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর: বেকারের কফিনে শাসকের পেরেক

সুবীর পাল

রাজ্য রাজনীতিতে নয়া বিতর্কের নাম বেকার ভাতা। তথ্যের জাগলারির খেলায় রাজ্য সরকার বর্তমানে নিজের খোঁড়া গর্তে নিজেই হয়ে উঠেছে কফিনের শেষতম পেরেক। সুতরাং হে বং-জেন-জেড তোমরা এখন চায়ের কাপে বিতর্কের তুফান তুলতেই পারো 'যুবশ্রী' বনাম 'যুবসাথী' ব্র্যান্ডে।

এখানে 'বনাম' মানেটা আবার কি? এটা কি কোনও যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাচ্ছে? নাকি কি কোনও মেগা খেলাধুলার ইভেন্ট? বা বাগবিতণ্ডার বিতর্ক সভা নাকি? ঠিক বলেছেন। তিনটেই সমান ভাবে এখানে প্রযোজ্য। যুদ্ধ বলতে অনায়াসেই বলা যায় এ হলো ভোটযুদ্ধ। ছাব্বিশের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এ যে শাসকের স্পন্সরশিপে যুব বাতাস টানার একটা ঘোষিত প্রকল্প মাত্র। ভোটযুদ্ধে বিজেপিকে আচ্ছা করে যুঝে নেবার তাগিদে। আর ভোটের স্লোগান মানেই তো বাংলাদেশের থেকে ধার করে নেওয়া 'খেলা হবে খেলা হবে' বলে বিপক্ষকে তৃণমূলের শাসানি। আবার তর্কবিতর্ক বলতে বিরোধী বিজেপি ইতিমধ্যেই বলেছে এসব হলো টিএমসির ভোট গিমিক। রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা তো ভাঁড়ে মা ভবানী। তথাপি জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ভাতার নামে ভন্ডামি করেই চলেছে তৃণমূল, এমনই অভিযোগ পদ্মপার্টির।

'বেকার ভাতা' কনসেপ্টটা কিন্তু রাজ্যে সাম্প্রতিক কালে চালু হয়নি। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে প্রথমবারের মতো বামফ্রন্ট সরকার এটি চালু করেছিল ১৯৭৮ সালে। তদানীন্তন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র এই স্কিম প্রণয়ন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ৬ বছরের বেশি সময় ধরে নথিভুক্ত বেকারেরা এই ভাতা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। ৫০ টাকা করে প্রতিমাসে তাঁরা এই ভাতা পেতেন তখন। যদিও এই প্রকল্পের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে।

২০১১ সালে রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সরকার ২০১৩ সালে বেকার ভাতাকে নতুন মোড়কে চালু করে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল 'যুবশ্রী'। রাজ্যের বাসিন্দা হলেই যুবশ্রীর অধীনে আসা সম্ভব। এছাড়াও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত হওয়াটা আবশ্যক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পাশ ও কিছু ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হতো। আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ ছিল বাধ্যতামূলক। অনলাইনে আবেদন করতে হতো। দরকার ছিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট। সম্পূর্ণ বেকার হতে হবে। আর কোনও অতিরিক্ত সরকারি ভাতা পেলে আবেদন করা যাবে না। এই শর্তে যুবশ্রী প্রকল্পে প্রত্যেককে মাসিক হারে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে চলেছে।

২০১৩ সালে রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গুলোতে ২২ লক্ষ যুবক যুবতী নথিভুক্ত ছিলেন বেকার হিসেবে। তারমধ্যে যুবশ্রীতে আবেদন করেছিলেন ১৬ লক্ষ জন। কিন্তু এই স্কিমের আওতায় নিয়ে আসা হয় মাত্র ১,৯৫,৩৯৪ জন আবেদনকারীকে। ২০২৪ সালের রাজ্য বাজেটের

ঘোষিত হিসেব অনুযায়ী এই ১,৯৫,৩৯৪ জনকে মাসিক হারে বেকার ভাতা দিতে সরকারি কোষাগারের থেকে ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল ২৯.৩০ কোটি টাকা। যা বার্ষিক হারে খরচের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা। সুতরাং এযাবৎ ১২ বছরে ৪২২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তৃণমূল সরকারের বেকার ভাতা বাবদ। এই যুবশ্রী খাতে।

এতো কিছুর পড়েও একটা প্রশ্ন প্রত্যাশিত ভাবে উঠে আসে, যেখানে ২০১৩ রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ। সেখানে মাত্র ১,৯৫,৩৯৪ জন ছিল সরাসরি উপভোক্তা। ফলে ওই ২২ লক্ষের মধ্যে যুবশ্রীর সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রায় ২০ লক্ষ! যার অর্থ ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে এই তৃণমূল সরকার প্রথমেই বাংলার ২০ লক্ষ বেকারকে সরাসরি হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে ছেড়েছে বলে সমালোচকদের ধারণা। এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো 'না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশি' মার্কা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গুলোও স্লো পয়জনিং প্ল্যানিংয়ে ভ্যানিস করে দেওয়া হয়েছে ক্রমান্বয়ে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত, 'সে হদিস কেই বা জানে? কেউ জানে না, কেউ জানে না, সেও জানে না যে ধারন করে।' চলো বস্, কি আর করা যায়? যে রাজ্যে সিএম গাইডেড 'চপ শিল্প' হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান মেরুদণ্ড, সেখানে না হয় এধরণের বেয়াড়া প্রশ্ন 'নিপাতনে সিদ্ধ'র ফ্রিজে হিমায়িত হয়েই থাকুক।

এরপরেই রইলো আসল চমক। সম্প্রতি তৃতীয় তৃণমূল সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা ঘোষণা করে বসলেন যুবসাথী নামক একটি আপাদমস্তক নয়া স্কিমের বৃত্তান্ত। এতেও বাংলার বেকারেরা ১,৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা পাবেন। মাধ্যমিক পাশ করলেই এর আওতায় আশা যাবে। নো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কানেকশন। নো কম্পালসরি অনলাইন ফর্ম ফিলাপ। বিভিন্ন এলাকায় দুয়ারে দুয়ারে শিবির শুরু হয়েছে। আবেদনকারীদের লম্বা লাইন রাজ্যের সর্বত্র। ভোটের মুখে। উফ্ এমন ঢালাও শো অফ। মনে পড়ে যায় একদা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড প্রণয়নের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে গণ মানুষের উপচে পড়া কি প্রবল ভিড়ের কথা। যার পুরো ডিভিডেন্ড তৃণমূল পেয়েছিল ইভিএম মেশিনের বোতাম টেপায়। আসন্ন নবান্ন দখল ভোটের আগেও তো প্রায় একই জমায়েতের ঢল যুব সম্প্রদায়ের দিক থেকে। সেই এক ডুপ্লিকেট মনস্কতার নির্বাচনী বোনাসের প্রত্যাশা। যাকে বলা যেতেই পারে এক কথায়, সরকারি খরচে দলগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত টোপ। আক্ষরিক অর্থেই বং জেন জেড'এর জন্য একটা খাসা ভোট ভেট তোফা তো এটা অবশ্যই।

মজার ঘটনা হলো, যুবশ্রী কিন্তু এখনও সরকারি তরফে বাতিল হয়নি। এরমধ্যে গভর্মেন্ট স্পন্সরশীপে ধুম মাচাকে হিসেবে ভোটের বাজার গরম করতে চলে এলো যুবসাথী। লে হালুয়া। তাহলে? কি আবার তাহলে? দিদির রাজ্যে নো প্রশ্ন। দুটো প্রকল্প কি একসঙ্গেই চলবে, নাকি যে কোনও একটা বাদ দেওয়া হবে, তা যে কেউ জানে না। যেমনটি কেউ জানে না যুবসাথীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কিভাবে জোগাড় করা হবে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০১৩ সালে ছিল ২২ লক্ষ বেকার। আবার চলতি অ্যাডহক বাজেটে যুবসাথীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫,০০০ কোটি টাকা। যার ফলে সরাসরি উপকৃত হবেন রাজ্যের ২৭.৮ লক্ষ্য বেকার যুব সম্প্রদায়। যা সরাসরি ওই বাজেটে রিফ্লেক্ট হয়েছে। এদিকে, যুবসাথীর সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনের সময়কালের প্রথম দুই দিনে ফর্ম ফিলাপ করেছেন ১৪ লক্ষ বেকার। এহেন পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে উল্টে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ শেষ ১৩ বছরে সরকারি তথ্যানুসারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৮ লক্ষ। কিন্তু উক্ত বাজেটে সরকার দেখাচ্ছে বেকারের সংখ্যা রাজ্যে কমে গেছে ৪৬। অথচ এসবই তথ্য উঠে এসেছে বাংলার অস্মিতার বর্তমান তৃণমূল সরকারের তরফে। বাস্তবটা হলো, বাজেটের এমন অদ্ভুতুড়ে স্ববিরোধী পরিভাষা আর শিবিরে শিবিরে বেকারদের কাতারে কাতারে জমায়েতের অনুপাত দেখে কলকাতায় রেসের ঘোড়াগুলোও কেন জানি না অবিশ্বাসের ফিচেল হাসি হাসতে শুরু করেছে সম্প্রতি। বিরোধীরা এই ইস্যুতে তৃণমূল শাসককে হার্ডকোর সমালোচনা শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, এসব হচ্ছে আসলে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বিক্রি করার মতো নির্বাচনী সস্তা প্যাকেজ। সরকার রাজ্যবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে। যুবশ্রী চালু থাকাকালীন যুবসাথীর প্রয়োজনটা কিসের দরকার? আসলে একটা কথা চরম বাস্তব, এ ইসরকার চোখে আঙুল দিয়ে নিজেরাই দেখিয়ে দিচ্ছে, সারা রাজ্যে বর্তমানে কি ভয়াবহ অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছে কঙ্কালসার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। বিজেপির এনিয়ে আরও নিশানা, 'যুবশ্রী চালু থাকতে যুবসাথীর প্রয়োজন আসলে রাজনৈতিক গ্যাস্লারের একটা গ্যাস্লিলিংয়ের নেতিবাচক হতাশা মাত্র।

এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দেশের সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর একটি মামলার পর্যবেক্ষণের সময় অতি সম্প্রতি চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই বলে, 'ইদানীং কয়েকটি রাজ্যে কি ঘটছে তা আমরা জানি। ভোটের ঠিক আগে আচমকা উন্নয়ণের স্কিম ঘোষণা করা হচ্ছে। এভাবে যদি সরাসরি নগদ টাকার স্কিম ঘোষণা করা হয় তবে সাধারণ মানুষের কাজ করার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাবে। স্কিমের টাকার সংস্থান কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে তা স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে এবার থেকে।'

সুপ্রিম কোর্টের এমন ভর্ৎসনার মধ্যেও ঝাড়গ্রাম সহ মেদিনীপুর লোকসভা অঞ্চলের প্রতিটি বুথ এলাকাতেও স্থানীয় বেকারদের লম্বা লাইন দেখা মিলছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সব জায়গার কর্মসংস্থানের ফাঁপা উন্নয়ণের নামাবলী কতটা আদতে অন্তঃসারশূন্য। ঝাড়গ্রাম ভূখণ্ড বিশেষতঃ বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের এক অপরূপ প্রাকৃতিক অঞ্চল। যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আধিক্য যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো। ঝাড়খণ্ড লোকসভা ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭১ সালে কংগ্রেস জয়ী হয়। এরপর ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে সিপিএম টানা জিতে দশবারের বিজয়ীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু ২০১৪ ও ২০২৪ সালে তৃণমূল এখান থেকে জিতে যায়। মধ্যেখানে ২০১৯ সালে বিজেপি পরাজিত করে তৃণমূলকে। সুতরাং ঝাড়গ্রাম আসলে কাউকেই ফিরিয়ে দেয়নি চিরতরে। রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল বলতে অবশ্যই চারটি পার্টির নাম এসে যায়। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এবং বিজেপি। প্রত্যেক দলই কোনও না কোনও সময়ে এখানকার ভোটারদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পেয়েছে।

মেদিনীপুর লোকসভা আসনে ২০২৪ সালে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৮,১১,২৪৩ জন। তৃণমূল জিতেছিল ২৭,১৯১ ভোটে। টিএমসি প্রার্থী ৭০২১৯২টি বা ৪৭.৪০ু ভোট করায়ত্ব করে। সেখানে ভাজপা ক্যান্ডিডেটের কপালে জোটে ৪৫.৫৬ু বা ৬৭৫০০১ জনের সমর্থন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথমবার মেদিনীপুর লোকসভা নির্বাচনে ১৯৫১ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন জনসঙ্ঘ (অধুনা বিজেপি) জয় পেয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ফের ৬৮ বছর পর ২০১৯ সালে এখান থেকে বিজেপির সাংসদ দিল্লি গিয়েছিলেন। মাঝে ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ সালে অর্থাৎ ধারাবাহিক ভাবে নয়বার এখান থেকে জিতেছিল সিপিআই। ২০১৪ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূল এই কেন্দ্রটি দখল করে নিয়েছিল।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সর্বমোট ভোটদাতারা ছিলেন ১৭, ৭৯,৭৯৪ জন। যার মধ্যে ৪৯.৮৭% বা ৭,৪৩, ৪৭৮টি ভোট পায় তৃণমূল। বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে ৩৮.২০% বা ৫৬৯৪৩০টি ভোট। অর্থাৎ তৃণমূল এখানে জয়ের স্বাদ পায় ১,৭৪,০৪৮ ভোটে।

২০২১ সালে ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাতটি বিধানসভা যথা, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, বিনপুর, শালবনি এবং বান্দোয়ান আসনের সবকটিতেই জেতেন তৃণমূল প্রার্থীরা যথাক্রমে ২২, ৭৫৪, ২৩,৭৬৮, ১৪,১০১, ১০,৫৭২, ৩৯,৫৭৩, ৩২,৬৪৪ আর ১৮,৮৮৫ ভোটের ব্যবধানে।

একই সমসাময়িক ভোটে মেদিনীপুর লোকসভা এলাকার একমাত্র খড়্গপুর সদর আসনে ৩,৭৭১ ভোটে জিতেছিল বিজেপি। বাকি ছটি আসন বলতে এগরা, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, নারায়ণগড় এবং মেদিনীপুর থেকে জয় হাসিল করে তৃণমূল পর্যায়ক্রমে ১৮,৪৯১, ৭৭৫, ১৫,৩৩০, ৩৬,২৩৯, ২,৪১৬ ও ২৪,৩৯৭ ভোট ফারাকে।

ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর লোকসভা দুটি কেন্দ্রের বিধানসভাগত ফলাফল পর্যালোচনা আতস কাঁচের নিচে রেখে যদি নিরপেক্ষ যাচাই করা যায় তবে সেই রেজাল্ট ছিল মোট ১৪টি আসনের মধ্যে ১৩০১। আবার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালে বিজেপি খুশির জোয়ারে ভাসলেও ২০২৪ সালে তৃণমূল জোর গলায় বলতে থাকে দুটি ক্ষেত্রেই হিপ হিপ হুররে। অতএব তথ্যগত দিক থেকে তৃণমূল কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ অবস্থায় রয়েছে। তাদের ধারণা ১৪টি আসনেই এবার তৃণমূল সবুজ আবীর উড়াবেই উড়াবে। তবে বিজেপিও চুপচাপ বসে নেই। তারাও নিজেদের নির্বাচনী আস্তিন গোটাতে শুরু করেছে। গেরুয়া বিগ্রেড ইতিমধ্যে খোয়াব দেখতে শুরু করেছে যে এখান থেকে এবার তারা অন্তত ৮টি সিট পাবেই পাবে। কারণ, সৌজন্যে এসআইআরয়ের কড়া দুরমুশ। আর? আর হলো, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির অক্টোপুসি তোলাবাজি ইস্যু। সঙ্গে হলো, সততার প্রতীকে রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ! এবং হলো, ক্ষমতায়ণের নির্লজ্জ মোক্ষে শাসকগোষ্ঠীর নাগাড়ে মিথ্যাচারের ড্রামাবাজি।